# খবরের ঘন্টা

# বুদ্ধ পূর্ণিমা

এবারের আকর্ষণ

- শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় বিদর্শন ধ্যান আশ্রম
- শিলিগুড়ি মহাকালপল্লীতে বুদ্ধভারতী
- করোনা আবহে গৌতম বুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা
- বুদ্ধের সময়ও মহামারী হয়েছিল

With Best Compliments From :
9002690739
7908605798
8918644704
0353-2692345
0353-2691031
MOVIE
Craft media
LINE PRODUCTION
Film Shooting Co-ordinator &
Event Management
"DESIGN A NEW GENERATION MOTION
PICTURE CRAFT ARTIST"
Pandit Gyan Prakash Ghosh Sarani
Suryasen Colony, Block 'A', Siliguri-734004 (W.B.)
OFFICE LAND LINE NUMBER
0353-2691031 / 0353-2692345
website : www.moviecraftmedia.com
e-mail : info@moviecraftmedia.com

With best compliments from :

# SACHITRA GROUP OF COMPANIES

**MANUFACTURING :**

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

**MANUFACTURING :**

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

**AGRICULTURE :**

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

**RETAIL :**

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

## SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

# BETHEL INSTITUTE FOR THEOLOGICAL STUDIES.

"Your word is a lamp to my feet And a light to my path. *Psalm 119 : 105*

# BACHELOR IN Theology

## ADDMISSION IS GOING ON

**BETHEL, KAZIMAN PRADHAN ROAD, METHIBARI**
**DARJEELING 734002**

**+91 353 2474517 / +91 96143 02436**

# খবরের ঘন্টা

**RNI NO WBBEN/2015/69355**

**Monthly Magazine**

**Vol. IV Issue-10**

**1st May-31st May 2021 Buddha Purnima**

**চতুর্থ বর্ষ-সংখ্যা-১০ বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা**

**১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ**

**২৬শে মে, ২০২১, বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা**



উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (পরিবেশবিদ)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)

**দাম ঃ ২০ টাকা**


**Editor : Bapi Ghosh**
**Asstt. Editor : Shilpi Palit**
**Cover : Sanjoy Kumar Shah**
**Laser Typing : Bapi Ghosh**

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally, Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।



**KHABARER GHANTA**

Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)



এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।


## সূচীপত্র


কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৩
অশান্ত বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক.....সিদ্ধার্থ বড়ুয়া.....০৪
আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক গৌতম বুদ্ধ.....অরুণ বড়ুয়া.....০৪
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় বিদর্শন ধ্যান আশ্রম...রাজ বড়ুয়া.....০৭
শিলিগুড়ি মহাকালপল্লীতে বুদ্ধভারতী.....অভিজিৎ বড়ুয়া.....১০
করোনা আবহে গৌতম বুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা..সুনীল কান্তি বড়ুয়া...১৪
সবের সত্তা সুখীতা হোন্তো.....দেবপ্রিয় বড়ুয়া.....১৫
আচার্য বিনয় পাল মহাস্তবীর.....১৭
ভগবান বুদ্ধের সময় মহামারী.....আচার্য বিনয় পাল মহাস্তবীর....১৮
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক.....চন্দন বড়ুয়া.....১৮
সব ধর্মের মূল বিষয় এক.....পার্থ প্রতিম বড়ুয়া.....১৯
বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা.....গোপাল লামা.....১৯
ভগবান গৌতম বুদ্ধের অমর বাণী.....২১
গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে জানুন.....২২
মনকে শুদ্ধ করতে হবে.....মুনিন্দ্র বংশ ভিক্ষু.....২২
তথাগতর শান্ত মূর্তির মহিমা.....কবিতা বনিক.....২৩
গেতম বুদ্ধ স্মরণে.....গৌতম বড়ুয়া.....২৪
জাগিয়ে রাখতে হবে বিবেক.....রাজা বড়ুয়া.....২৫
করোনা বিধি মেনে শ্যুটিং দার্জিলিংয়ে.....চৈতালী ব্যানার্জী.....২৭
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি.....অনিন্দিতা বড়ুয়া.....২৮
সবাই ভালো থাকুন.....সজল কান্তি বড়ুয়া.....২৮


**ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ**


ব্যতিক্রমী কাজ নবীনা সরকারের.....১৮
শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে একটি ব্যতিক্রমী নাম দেবপ্রিয় বড়ুয়া....১৯
ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে পাওয়ার লিফটিংয়ে বিশ্বজয়ী
শিলিগুড়ির তাপস বড়ুয়া.....২৬


**ঃঃ কবিতা ঃঃ**


করোনাকে জয় করব জয়, নিশ্চয়.....সুশ্বেতা বোস.....০৬
দান.....রিয়া মুখার্জী.....০৬

# সম্পাদকীয়

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন অন্ধকারময় সময়ে একেকজন মহাপুরুষ বারবার এসেছেন। তাঁরা অন্ধকারময় অবস্থায় আলোর পথ দেখিয়েছেন। এরকম বহু মনিষী বা মহাপুরুষকে আমরা জানি ইতিহাসে। কিন্তু তাঁদের দেখানো আলোর পথ কিছু মানুষ অনুসরন করেছেন। যারা অনুসরন করেছেন তারা ভালো থেকেছেন। আবার বহু মানুষ সেই আলোর পথকে অনুসরন করেননি। মনিষীদের দেখানো পথকে তাঁরা হেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই সব মহাপুরুষদের মধ্যে এমন অনেক দিশারী ছিলেন যারা পৃথিবীর সকল মানুষ ভালো থাকবেন বলে নিজেরা কঠোর সাধনা, আত্মত্যাগ, কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে তাদের তত্ব দিয়ে গিয়েছেন। তাদের মধ্যেই অন্যতম হলেন গৌতম দেব।

রাজপুত্র ছিলেন সিদ্ধার্থ। অনায়াসে ভোগবিলাসে তিনি বৈভবের জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। রোগ ব্যাধি, মৃত্যু নিয়ে মানুষে যে এত দুঃখকষ্ট তা থেকে মানুষ কিভাবে মুক্তি পেতে পারেন, তার রাস্তা দেখাতেই তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে সংসারের জীবন ত্যাগ করেন। তারপর দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা। টানা ছয় বছর ধরে তিনি অভুক্ত থেকে শেষে জ্ঞান লাভ করলেন। বোধি বৃক্ষের নিচে তিনি বুদ্ধত্ব বা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন বলে তাঁর নাম হলো বুদ্ধ। তিনি আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন পঞ্চশীল তত্ব। তিনি আমাদের ভালো থাকার জন্য দিয়ে গিয়েছেন আরও অনেক দর্শন। তাঁর দেখানো পথ যারা অনুসরন করেন তাদের বলা হয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। শুধু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই নন, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তের মানুষ তাঁর দেখানো পথ অনুসরন করতে পারেন। বছরের পর বছর থেকে বহু মানুষ তাঁর দর্শন অনুসরন করে জীবনে শান্তি পেয়েছেন। আবার বহু মানুষ তাঁর দেখানো পথ অবহেলায় উড়িয়ে দিয়েছেন। আজ এই করোনা আবহে যখন মানুষ দিশেহারা, আজ যখন চারদিকে হানাহানি, অশান্তি প্রকট সেই সময় তাঁর প্রাসঙ্গিকতা আরও বেশি করে দেখা দিয়েছে। তাঁর অহিংসার মন্ত্র আমাদের নতুনভাবে শান্তির পথে উদ্দীপ্ত করতে পারে। তিনি বলে গিয়েছেন, পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক। আগামী ২৬ মে এই মহাপুরুষের জন্মদিন। আশ্চর্যজনক দিক হলো, একই দিনে তাঁর জন্ম, একই দিনে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভ এবং একই দিনে তাঁর মহাপ্রয়ান। এই বিশেষ পুণ্য তিথিতে এই মহাপুরুষের চরনে বারবার প্রণাম জানাই। তাঁর দর্শন আমাদের আবার নতুন করে আলোর রাস্তায় নিয়ে যাক, এই থাকলো প্রার্থনা।

এবারে এই করোনা আবহে আমাদের খবরের ঘন্টা পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করাও ছিলো এক চ্যালেঞ্জের বিষয়। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতার অকৃপন সহযোগিতায় এই বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী প্রকাশ করা সম্ভব হলো। এই পত্রিকা প্রকাশে এবারে যার অবদান বারবার কৃতজ্ঞচিত্তে প্রথমেই স্মরন করতে হয় তিনি হলেন শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের সভাপতি রাজু বড়ুয়া(খোকন) । কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লীর বুদ্ধ ভারতী মঠের সভাপতি অভিজিৎ বড়ুয়া এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ সহ অন্যদের প্রতি। সকলে ভালো থাকুন, করোনা সচেতনতা মেনে চলুন। সকলের প্রতি বুদ্ধ জন্মজয়ন্তীর শুভেচ্ছা রইলো।


সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

ভাগ্য পরিবর্তনের একমাত্র উপায়

গোপাল শাস্ত্রী

সংসারে অশান্তি, পড়াশোনায় মন বসছে না, প্রেমে বাধা, বিয়েতে বাধা
ব্যবসায় লোকসান, পড়াশোনা করেও চাকরি পাচ্ছেন না--
সব সমস্যার সমাধান ২২ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে

গোপাল শাস্ত্রী
ভারত নগর, শিলিগুড়ি
ফোন ০৩৫৩-৭৯৬৯০১৯/৯৮৩২৩২৫৬৯২
দক্ষিনা মাত্র ৩০২ টাকা

আপনার হস্তরেখা বলবে কি আছে কি নেই আপনার জীবনে
কি ঘটতে চলেছে ভালো না খারাপ। আজই যোগাযোগ করুন উপরের নম্বরে।

# কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা- ৮

*( আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি, তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচত, ক্ষনিকের আলাপ। এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্ব আমায় তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় আমার অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের কথা দিয়েই তাঁদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো।-- মুসাফীর)*

একটু সলজ্জভাবে অ্যানি বললো, তোমাকে প্রথম দেখেই খুব ভাল লেগেছিল এবং খুব সারপ্রাইজিং ফর মী যে যত সময় পার হয়েছে আমার মধ্যে তোমার প্রতি একটি গভীর ভাললাগা ক্রমশ ডিপ রুটেড হয়েছে অ্যান্ড দিস ইজ ফার্স্ট টাইম হ্যাপেন্ড ইন মাই লাইফ। বুঝতেই পারছো তোমার মতো আমারও অবস্থা, মাতাজীর অনুমতি নিয়ে তবেই আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। ইতিমধ্যে ঋষি তার কড়ে আঙ্গুল থেকে পারিবারিক সূত্রে পাওয়া হীরের বহুমূল্য আংটিটি খুলে অনন্যার আঙ্গুলে পরিয়ে দেবার জন্য তার হাতটি টেনে নেয়। অনন্যা হাতটি চেপে ধরে বলে, ওটা এখন তোমার কাছেই থাক। ঋষি বুঝতে পারে বেশ আমি অপেক্ষায় রইলাম এবং সেটি সারা জীবনের জন্য হলেও অপেক্ষায় থাকবো-- তবে এটা উৎসর্গীৎ হয়ে রইল তাই আমিও আর পারবো না। আরো একটা কথা-- আমি মাতাজীর অনুমতি পেয়েছি, উনাকে কথা দিয়েছি তুমি যদি আমার হও তারপরেও তুমি তোমার মতোই থাকবে। তোমাকে তেমার মত করেই পেতে চাই। গাছের বনসাই অনেকেরই ভাল লাগে। ড্রইংরুমে শোপীস হিসেবে অনেক বাড়িতেই দেখেছি তবে আমার কাছে খুব বেদনাদায়ক। চলো আমার ঘরটি দেখবে না!এসো এটি আমার আবাস।

*(ক্রমশঃ)*

# অশান্ত বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক

সিদ্ধার্থ বড়ুয়া

ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের প্রথম শ্রেষ্ঠ সন্তান সিদ্ধার্থ গৌতমের ২৬৪৬তম জন্ম বার্ষিকী সামনেই। এদিনটি বৌদ্ধদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ দিন। কারণ এদিনে বা একইদিনে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ এবং দেহত্যাগ তথা মহা পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। একই দিনে তিনটি মহান কাজ সংগঠিত হয়েছিল বলে এদিনকে ত্রিস্মৃতি বিজড়িত মহান বুদ্ধ পূর্ণিমা বলা হয়। ছয় বছর কঠোর সাধনা করে মৈত্রী, করুণার আধার হয়ে মানুষের কাছে বুদ্ধ নামে অভিহিত হয়েছিলেন তিনি। বিশেষ করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর অহিংসা নীতির কারণে তাঁকে মহামানবও বলা হয়ে থাকে। আগামী ২৬শে মে ২০২১ লোকশ্রেষ্ঠ সেই মহামানবের জন্মদিন। এই জন্মদিন তথা বুদ্ধপূর্ণিমায় সবার প্রতি মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সেই মহামানবের আশির্বাদে করোনার মত মহামারী বিনাশপ্রাপ্ত হোক এবং অশান্ত বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক এটাই একমাত্র কাম্য।

*(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বাসিন্দা)*

# আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক গৌতম বুদ্ধ

অরুণ বড়ুয়া

সকলকে নমস্কার এবং বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই। এবারের বৌদ্ধ জয়ন্তীর বড় অনুষ্ঠান জমায়েত করে কোথাও হচ্ছে না। কারণ করোনা এবং লক ডাউন। তবে আমরা যে যার মত বাড়ি থেকে আগামী ২৬শে মে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করবো এবং শ্রদ্ধা জানাবো। বর্তমান করোনা আবহে গৌতম বুদ্ধ এবং তাঁর দর্শন খুবই প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীতে বর্তমানে খুবই হানাহানি এবং অরাজকতা বাড়ছে। তার সঙ্গে অন্যান্য দুর্নীতি বাড়ছে। এই অবস্থায় করোনার মত ভয়াবহ বিপর্যয় আমাদের সামনে উপস্থিত। তাই গৌতম বুদ্ধের দর্শন এবং পঞ্চশীল নীতি আমরা ঠিকঠাকভাবে অনুসরণ করলে সংসারের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি পাবো।

*(লেখক শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা)*


**With best compliments from :**

**Mob : 9832362614**

**Raju Barua (Khokan)**

**MAHAMAYA CATERERS**

Expert in all kind of event services
(Small to Big ceremony)
like Annaprason to Boubhaath

Customer Satisfaction is our motto

**Quality Maintenance is our motive**

HAIDERPARA, SARAT CHANDRA PALLY
Gouranga Pally Main Road, Ward No. 40, Siliguri

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

শিল্পী ঃ রাজু বড়ুয়া (খোকন)

**Mob : 9832362614**

**মহামায়া ভক্তিগীতি সম্প্রদায়**

বুদ্ধ সন্ন্যাস, বাউল, লোকগীতি ও
বিভিন্ন ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করা হয়।

হায়দরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৪০
শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি

২৫৬৫তম বুদ্ধ জয়ন্তী তিথিতে শান্তির বার্তা

# বুদ্ধ পূর্ণিমা

বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে এক আলোক বর্তিকা এবং মানব ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই অশান্ত বিশ্বে মানুষে মানুষে হানাহানি, বিদ্বেষের জয় গান, বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশস্তি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাই এই পবিত্র দিনে প্রার্থনা করি, রণোন্মুক্ত অশান্ত ভূবনে নেমে আসুক তথাগত বুদ্ধের প্রেম, প্রীতি, মৈত্রী,করুণা, ক্ষমা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, অহিংসা, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্ম সংযমের আদর্শ। মুছে যাক স্বার্থের সংঘাত ও লোভ, দ্বেষ, মোহজনিত ধ্বংসলীলা। সূচিত হোক বুদ্ধ বাণীর নবজাগরন। সুপ্রতিষ্ঠিত হোক অনাবিল বিশ্ব শান্তি। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে উঠুক---

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।।।

## দেবপ্রিয় বড়ুয়া

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতা হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতি হাইস্কুল এবং প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, ফাটাপুকুর শীলানন্দ বৌদ্ধ বিহার, জলপাইগুড়ি।

*With Greetings :*

**SUNIL KANTI BARUA (SUDHIR)**

MEGHLAL ROY ROAD, OPP. SATSANG KENDRA, 2ND BY LANE, HAIDERPARA, SILIGURI-734006

# করোনাকে করব জয়, নিশ্চয়

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি)

মৃত্যুর ছোঁবল আজ দ্বারে দ্বারে
কড়া নাড়ছে সবার ঘরে
মানুষ মরীয়া তীব্র আতঙ্কে
কে থাকবে, কে যাবে?
কোভিড, কোভিড, কোভিড
দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে আসুরীয় রক্তবীজ।
ভারত আজ রক্তিম জোনে
তবুও লড়ছে বাঁচার লড়াই
জয়ী যে হতেই হবে তাকে
করোনাকে শক্ত জোরে বেঁধে।
কেউবা খাচ্ছে লেবুর রস, রসুন কোয়া
আদা আর হলুদ সেদ্ধজল
কেউ নিচ্ছে নিয়মিত ভাপ ভাপ ফুটন্ত গরম জলে
ঘুমোচ্ছে প্রোনিংমতে উপুর হয়ে --
অক্সিজেন লেভেল যাতে বাড়ছে আশাতীতভাবে
ঘরে বাইরে চলছে কাজ মুখে সবার মাস্ক বেঁধে।
মন বলছে দিনেরাতে দৃঢ়তার সাথে
করোনা শত্রুকে হারাতেই হবে
ঘন ঘন সাবানে হাত ধুয়ে
করোনা হবে পরাজয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় , নিশ্চয়।

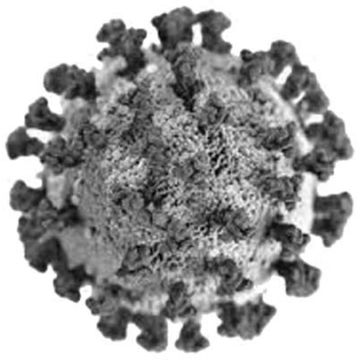

# দান

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

বৈশাখের উত্তপ্ত ধরণীতে,
পূর্ণিমার মহা লগনে জন্ম হয়েছিল তার,
এসেছিলেন মহান ধারণা নিয়ে,
পৃথিবীতে সুখ-শান্তি বাণী প্রচার করাই ছিল
লক্ষ তার,
নিজের জ্ঞানের আলোয় করেছিলেন আলোকিত
মানবজাতিকে,
জীবন শুধুই বিলাসিতা নয়,
পরের উপকার করাই প্রধান ধর্ম বুঝিয়েছিলেন সবাইকে,
হিংসার নয় শান্তির বাণী মহান,
মানব হোক বা পশু নিজের জীবন বাঁচা সবার অধিকার,
জাতপাত ধর্ম সবই বৃথা
মানবিক ধর্মই আসল ধর্ম
বলি তাতো কুসংস্কার প্রতিটি পশুতো
ভগবানের সন্তান,
মাতাপিতা কি কখনোই সন্তানের অমঙ্গল চায়,
তবে নিজের স্বার্থের জন্য আমরা কেন পরের
প্রানের বলিদান চাই,
জীবন শুধু মানুষেরই নয়, পশুদেরও মূল্যবান
তাই তাদের জীবন উৎসর্গ না করে করি নতুন
জীবন দান।

# শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় বিদর্শন ধ্যান আশ্রম

রাজু বড়ুয়া (খোকন)

সকলকে নমস্কার। বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীর শুভেচ্ছা সকলকে। এবারে ২৬ মে করোনা আবহে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গতবছর করোনা লকডাউনের জেরে আমাদের আশ্রমে বৌদ্ধ জয়ন্তীর সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়।এবারেও করোনা আবহ চলছে। ফলে এবারেও অনুষ্ঠানে অনেক কিছুই বাতিল করা হচ্ছে। এই সময় আমরা সকলের কাছে এটাই বলবো, করোনা ঠেকাতে সকলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন, স্যানিটাইজেশন করুন এবং সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করুন। এরই সঙ্গে আমাদের বিদর্শন ধ্যান আশ্রম সম্পর্কে কিছু কথা মেলে ধরলাম।

১৯৮০ সালে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় স্থাপিত হয়েছিল বিদর্শন ধ্যান আশ্রম। আমি এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হই ১৯৯৯ সালে। বর্তমানে আমি এখানকার কার্যকরী কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করছি। ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আমি আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম, আর ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ছিলাম কার্যালয় সম্পাদক। ২০১২ সালে আশ্রমের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। সভাপতি হিসাবে আমি ২০২১ সালে এর দায়িত্ব গ্রহন করি। বর্তমানে ২৩ জনের কার্যকরী কমিটি রয়েছে। আশ্রমের দশ কাঠা জমি দান করেছেন নাইনটেন হোটেলের মালিক কৃপা লামা। আর ঘনশ্যাম রাই





With Best Compliments From :

Cell : 9434328410



Dr. C. K. Barua

B.D.A.S. (Kol)
Consultant Dental & Oral Surgeon

Chamber :
DENTAL CLINIC
Haiderpara Bazar
(Sarkhel Apartment), Siliguri

Visiting Hours : 9 a.m. - 1 p.m. & 4 p.m. - 8 p.m. Sunday : 9 a.m. - 1 p.m.

দান করেছেন দশ কাঠা জমি। তাঁরা জ্ঞানজ্যোতি ভান্তেকে কুড়ি কাঠা জমি দান করলে, তারপর জ্ঞানজ্যোতি ভান্তের উদ্যোগেই এই আশ্রম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এখানে কোনও কমিটি ছিল না। সাত আট জন মিলে শুরু হয়েছিল আশ্রমের প্রাথমিক কাজ। বর্তমানে ৮৭টি পরিবার এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত।

এখন এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষু রয়েছেন একজন, তাঁর নাম মুনিন্দ্র বংশ থেরো। এই আশ্রম-মন্দির খোলে ভোর পাঁচটায়, বন্ধ হয় দুপুর বারোটায়। আবার বিকেল চারটেয় খোলার পর বন্ধ হয় রাত নটায়। সকালে প্রার্থনার পর এগারটায় ভোগ নিবেদন হয় যাকে আমরা বলি সোয়াইং। সকালে এগারটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ভোগ পর্বের পর দুপুর বারোটার মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভান্তের আহারের বন্দোবস্ত হয়। তাঁরা এক বারই অন্ন গ্রহন করেন। বারোটার মধ্যে অন্ন গ্রহনের পর তাঁরা আর সারাদিন অন্ন গ্রহন করেন না। সারাদিন তাঁরা তরল খাবারই গ্রহন করে থাকেন। কেননা, বেশি অন্ন-খাবার গ্রহন করলে শরীরে আলস্য চলে আসে, ঘুমোতে ইচ্ছে হয়। আর তা যদি হয় তবে তারা মেডিটেশন করবেন কখন? এই কারনে জীবন রক্ষা করার জন্য অল্প খাবারই যথেষ্ট। আর বৌদ্ধ ধর্মের মূল বিষয় হল মেডিটেশন।

আমাদের এই আশ্রমের মন্দিরে বিগ্রহ রয়েছে দুটো। একটি আশ্রম ভবনের ওপরে, অপরটি নীচে। একটি বিগ্রহ অষ্ট ধাতুর, অপরটি ব্রোঞ্জের।

বৈশাখি পূর্ণিমা, কঠিন চিবর দান, বাবা আম্বেদকরের জন্ম ও প্রয়ান দিবস, জ্ঞানজ্যোতি মহাথের-র প্রয়ান দিবস, ১৫ আগস্ট এবং ২৬ জানুয়ারি এই হলো আমাদের সারা বছরের অনুষ্ঠান। ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল বৈশাখি পূর্ণিমাতে, তাঁর জ্ঞানলাভও হয়েছিল বৈশাখি পূর্ণিমাতে এবং পরিনির্বানও হয় বৈশাখি পূর্ণিমাতে। তাই বুদ্ধ জয়ন্তী বা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই আমাদের এখানে মূল বড় অনুষ্টানটি হয়।

এই আশ্রমে বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পনের জন ভক্ত মেডিটেশনে অংশগ্রহন করেন। উৎসবাদিতে সকলে একসঙ্গে সামিল হন, এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই।

২০০৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড মিশন , ডিব্রুগড় থেকে করুনা শাস্ত্রীর আর্থিক সাহায্য আসে এখানে। শিক্ষক দেবপ্রিয় বড়ুয়াসহ আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে কাজ শুরু করেন। সেই সময় থেকে অনেক উন্নতি হয়েছে এই আশ্রমের। ২০১০ সালে আমি সম্পাদক হওয়ার পর আশ্রমের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা নিলাম। এখানকার হলঘরের মেঝেতে বসেছে মার্বেল। প্রতিষ্ঠা হয়েছে বৌদ্ধ মূর্তি। নীচের ওয়ালগুলো তৈরি হয়েছে। মেঝে ঢালাই করা হয়েছে। ভান্তেদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টেজ তৈরি করা হয়েছে মার্বেল পাথর দিয়ে। সামনে তৈরি হয়েছে কোলাপসিবল গেট। মন্দিরের সামনে সাঁচি গেট, পার্কিং টাইলস, বোধি বৃক্ষের চারপাশে মার্বেল পাথর, স্টিলের রেলিং দিয়ে সৌন্দযায়ন হয়েছে। তাছাড়া শৌচালয় ট্যাঙ্ক, ছাদের ওপর গাঁথনি, জলের ব্যবস্থার জন্য বোরিং, পুরসভা থেকে সবসময়ের জন্য হোল্ডিং কর মকুব করা, উৎসবের জন্য রান্নার ঘর, ওপরে টিনের চালা, বেসিন তৈরি এরকম অনেক কাজ হয়েছে।


*With Best Compliments From :*

Cell : +91 9474983791
+91 9804938478
E-mail : karunasociety2005@gmail.com

**KALCHINI KARUNA CHARITABLE SOCIETY**

NIMTI DOMOHANI, KALCHINI-735217, ALIPURDUAR, WEST BENGAL, INDIA

**Activities : Karuna Vidyapeeth ✦ Free Medical Clinic ✦ Humanitarian Relief**

বৌদ্ধ ধর্ম হলো শান্তির ধর্ম। বিশ্বের সকল প্রানীর শান্তির ধর্ম। বিশ্বের সকল জীব যেন শান্তিতে থাকে, ভালো থাকে সেটাই বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন। বর্তমান করোনা মহামারী থেকে যাতে সকল জীব পরিত্রান পায় সেটাই হচ্ছে এবারে আমাদের মূল বার্তা। বৌদ্ধ দর্শনের ওপর আমি বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। পুরনো গায়কদের লেখার সঙ্গে কিছু পরিমার্জন করে আমি নিজে বৌদ্ধ সংকীর্তনের টিম তৈরি করেছি। বৌদ্ধ কীর্ত্তন, পটাচারা, বেশান্তর, মার বিজয় প্রভৃতি। অসম, বৌদ্ধ গয়া, কলকাতা, জামশেদপুরে আমরা অনুষ্ঠান করেছি। টিম রয়েছে আমাদের পাঁচ জনের। আমার সঙ্গে রয়েছেন শিল্পী পরিতোষ বিশ্বাস( হারমোনিয়াম কী বোর্ড মাস্টার), খুলিতে দুজন বিজয় ও বলরাম দাস, করতাল ও দোহারি বিপ্লব ও হরিদাস, তাপস বিশ্বাস( খুলি), বাঁশি দোতারায় কৃষ্ণ ডাকুয়া ।

এবারে বলা যাক শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে কোথায় কোথায় বৌদ্ধ উপাসনার কেন্দ্রগুলো রয়েছে। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় বিদর্শন ধ্যান আশ্রম ছাড়া মহাকাল পল্লীতে বুদ্ধ ভারতী, শালুগাড়াতে পাঁচটি, ফাটাপুকুরে একটি, ডামডিমে দুটি, ময়নাগুড়ি একটি,গরুবাথান দুটি, মালবাজার একটি,নাগরাকাটা তিনটি, বিন্নাগুড়ি তিনটি, জয়গাঁ পাঁচটি, হ্যামিল্টনগঞ্জ একটি, কালচিনি দুটি, আলিপুরদুয়ার দুটি, শালবাড়ি তিনটি, শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কাছে দুটি, বাগডোগরা একটি, নকশালবাড়ি একটি। এর বাইরে দার্জিলিং পাহাড়, সিকিম , ভুটানে রয়েছে অনেক বৌদ্ধ মঠ। শিলিগুড়ি লাগোয়া শালুগাড়াতে রয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরের বৌদ্ধ মঠ যা পর্যটকদেরও আকর্ষনীয়।

(লেখক শিলিগুড়ি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমের সভাপতি এবং সমাজসেবী)

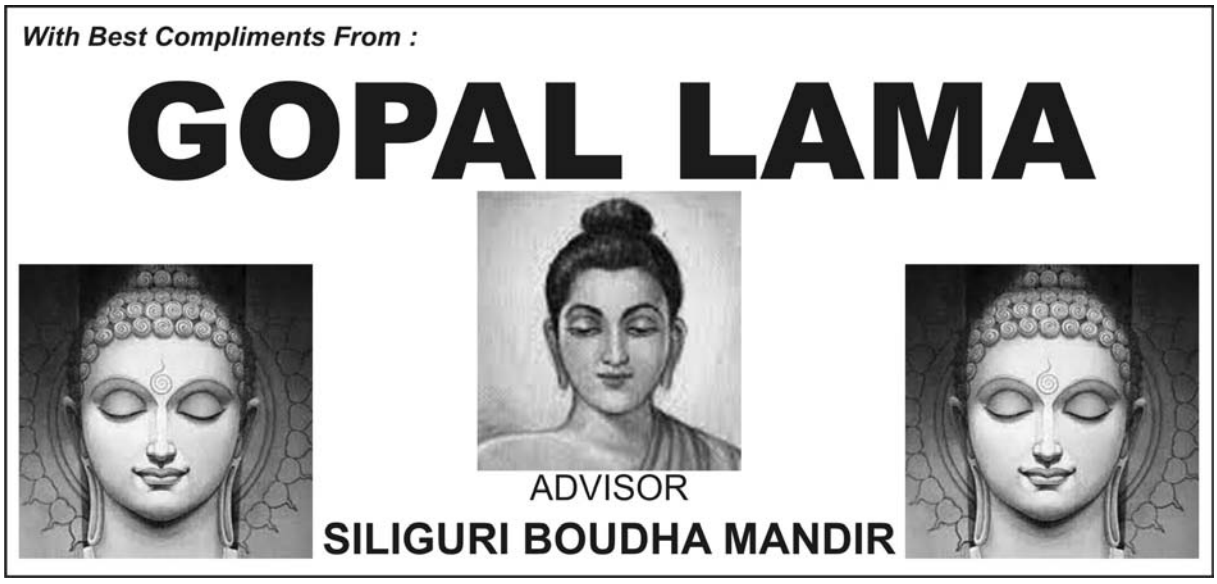

# শিলিগুড়ি মহাকালপল্লীতে বুদ্ধ ভারতী

অভিজিৎ বড়ুয়া

সকলকে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীর শুভেচ্ছা। এবারে এক ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। কারণ করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে এখন। গতবছরও করোনা ছিলো। গতবছর শিলিগুড়িতে আমাদের মহাকালপল্লীর বুদ্ধ ভারতীতে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান সেভাবে কিছুই হয়নি। কারণ গত বছর করোনার জেরে লকডাউন ছিলো। এই দুর্যোগের মধ্যে আমি শুধু সকলকে বলবো, মেনে চলুন করোনা বিধি। মুখে মাস্ক বেঁধে রাখুন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন, সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। করোনার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। এবারে আমাদের বুদ্ধ ভারতী সম্পর্কে কিছু কথা মেলে ধরলাম।

উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ মঠগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বৌদ্ধ-মঠ হলো শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লীর বুদ্ধ ভারতী। উত্তরবঙ্গের পুরনো বৌদ্ধ মঠগুলোর মধ্যে বুদ্ধ ভারতীর কথা যেমন উল্লেখ করতে হয় তেমনই ডুয়ার্সের মালবাজার বৌদ্ধ মঠও রয়েছে। তারপর বিন্নাগুড়ি, ডামডিম, নাগরাকাটা, শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বিদর্শন ধ্যান আশ্রম উল্লেখযোগ্য।

শিলিগুড়ির প্রয়াত সমাজসেবী কৃষ্ণ চন্দ্র পাল, যিনি বাঁশি পাল নামে পরিচিত ছিলেন , তিনি মহাকালপল্লীতে বুদ্ধ ভারতী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম এক বিঘা জমি দান করেছিলেন ১৯৬২ সালে। মন্টু বিকাশ


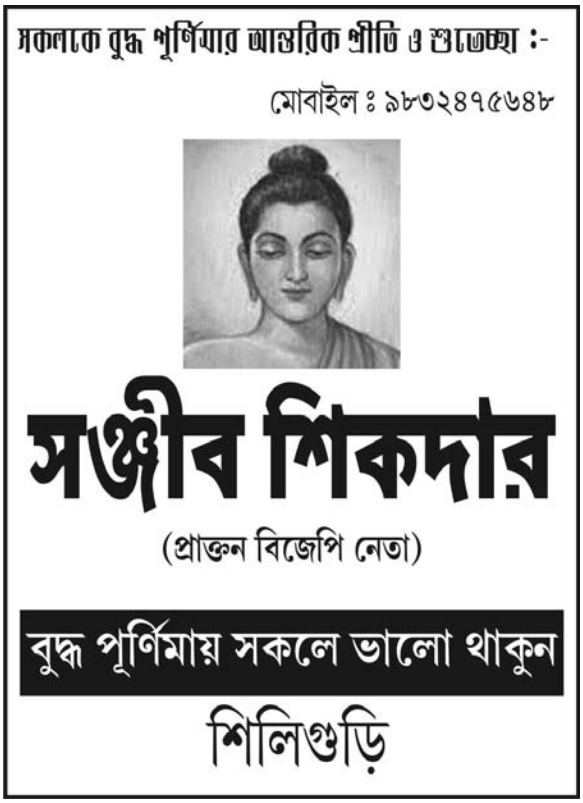


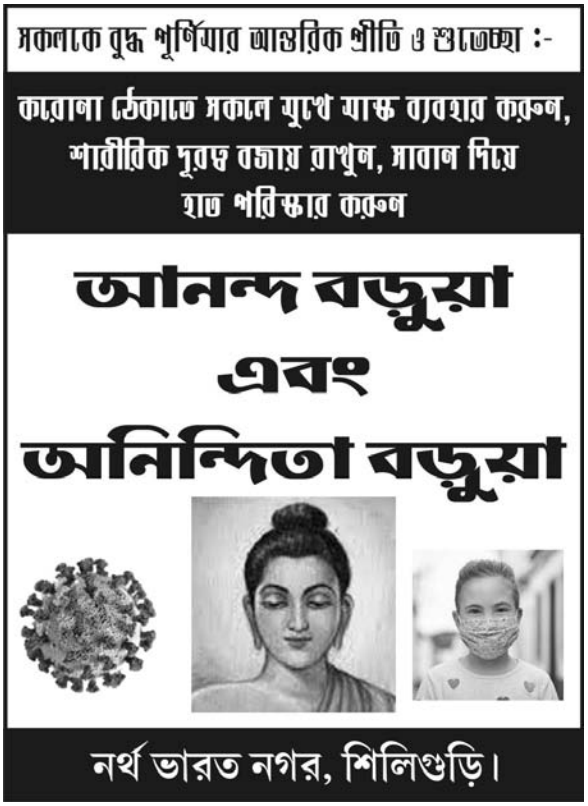

বড়ুয়া সেই সময় বুদ্ধ ভারতীর সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে এই বুদ্ধ ভারতীর সঙ্গে দেড়শ পরিবার সরাসরি যুক্ত। আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনশ পরিবার এর সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে এই মঠ পরিচালনার জন্য রয়েছে একুশ জনের কার্যকরী কমিটি। আমি ২০১৭ সালে এখানে সভাপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহন করি।

১৯৬২ সালে জমি পাওয়ার পর ১৯৬৬ সালে বুদ্ধ ভারতী সোসাইটি অ্যাক্টে রেজিস্টার্ড হয়। শুরুর সময় এই মঠের সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের সন্মানিত ব্যক্তিরা যুক্ত ছিলেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বেদান্ত রাষ্ট্রপাল ভিক্ষু (সভাপতি), অধ্যাপক প্রলয় কুমার মজুমদার( সহ-সভাপতি ), ভানুরথ বড়ুয়া( সহ-সভাপতি ), চিত্তরঞ্জন বোস, জে পি মোক্তান, ইন্দ্রশেখর লামা, বেদান্ত মোক্ষপাল ভিক্ষু(সম্পাদক)। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন বিমল কান্তি রায়, মন্টু বড়ুয়া। শুরুর দিকে হিন্দু সমাজের অনেক নামীদামী ব্যক্তিত্ব যুক্ত ছিলেন কমিটিতে।

শুরুতে এই বৌদ্ধ মঠ বেড়া দিয়ে শুরু হয়। পরে এর আকার বৃদ্ধি পায়। গত তিন বছরে অনেক কাজ হয়েছে এখানে। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি , সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করেছি আমরা।

এখানকার বাথরুম-টয়লেট ভগ্নপ্রায় অবস্থাতে ছিলো। প্রায় সাত

লক্ষ টাকা খরচ করে সেই টয়লেটবাথরুমকে আধুনিক মডেলে নিয়ে আসা হয়েছে । আপনারা অনেকেই জানেন বর্ষাবাসের কথা। গৌতম বুদ্ধ বর্ষার সময় তিন মাস বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে একটি স্থানে অবস্থান করতেন। সেখানেই চলতো তাঁদের উপাসনা। প্রবারনা পূর্ণিমা বা যাকে বলা হয় লক্ষী পূর্ণিমা, সেই সময় শেষ হয় বর্ষাবাস। এই বর্ষাবাস শেষ হলে চিবর দান অনুষ্ঠান হয়, কঠিন চিবর দান। উত্তরীয় বা কাপড় চিবর হিসাবে দান করা হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাপড় তাঁত দিয়ে বুনে তাতে রঙ করে পড়তে হয়। একবার মালবাজারে বাইরে থেকে তাঁতিরা এসে কাপড় বুনে রং করে দিয়েছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল বৈশাখী পূর্ণিমাতে। আবার বৈশাখী পূর্ণিমাতেই হয়েছিল সিদ্ধিলাভ। একইসঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই তিনি দেহত্যাগ বা মহাপরিনির্বান লাভ করেছিলেন। এই ত্রিস্মৃতি বিজড়িত হওয়ায় বুদ্ধ পূর্ণিমা অন্যমাত্রা পেয়েছে। কাজেই বুদ্ধ পূর্ণিমার

অন্যরকম গুরুত্ব রয়েছে। বুদ্ধ পূর্ণিমা ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল, কঠিন চিবর দান। বর্ষাবাসের শেষে তা অনুষ্ঠিত হয়।

শিলিগুড়িতে আমাদের বুদ্ধ ভারতি মঠে তিন ভাবে বুদ্ধ মূর্তি সাজানো রয়েছে। তাঁর জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং পরিনির্বান। বুদ্ধত্বলাভের মূর্তি অষ্ট ধাতুর, বার্মা থেকে তা এসেছে। বাকি মূর্তিগুলো সিমেন্টের তৈরি। সকালে সাতটায় এই বুদ্ধ ভারতি মঠ খোলা হয়, আবার তা বন্ধ হয় দুপুর বারোটায়। বিকালে পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে মঠ। তাই বৌদ্ধ ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী দুপুর বারোটার আগে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে হয়।

বর্ষাবাসের সময় প্রতি পূর্ণিমা অমাবস্যায় বুদ্ধের মন্ত্র-স্মৃতিচারন করা হয়। আগে সেজন্য প্যান্ডেল তৈরি করতে হোত আমাদের মঠে। এরজন্য অতিরিক্ত একটা খরচ হোত। তাই আমরা মঠ চত্বরে এই সব অনুষ্ঠান করার জন্য স্থায়ী শেড তৈরি করেছি, যার জন্য দুলক্ষ ৩৩

হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আমাদের এখানে পুরনো গেট ভগ্নদশায় ছিলো, সেটা ভেঙে নতুন গেট তৈরি করা হয়েছে, এরজন্য আট লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আর মূল গেটটি সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে।

বোধিবৃক্ষকে নিয়ে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ২৮তম বুদ্ধ। ধর্মীয় পুস্তক অনুযায়ী তাঁর আগে ২৭ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহন করেছিলেন। এই ২৮টি বুদ্ধ মূর্তি নিয়ে আমাদের এই মঠ-মন্দিরে সেভাবে পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। আনুমানিক প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা খরচ করে প্রবেশদ্বারে সাঁচি গেট তৈরি করা হচ্ছে। সম্রাট অশোকের সময় এরকম গেট দেখতে পাওয়া যেতো। আমাদের মূল মন্দিরের পাশে ধর্মতলা রয়েছে। তাতে একতলার কিছু অংশ নির্মান করা ছিলো, এখন ছটা রুম, দুটি বাথরুম,শৌচালয় তৈরি করা হলো। বর্তমান কমিটি নয়টি কক্ষ তৈরি করে দিয়েছে। মার্বেল টাইলস বসিয়ে একটি রান্নাঘর, ভিক্ষুদের কক্ষ, একটি গ্রন্থাগার, অতিথি নিবাস, কমন কিচেন তৈরি হয়েছে। এরজন্য খরচ হয়েছে প্রায় চব্বিশ লক্ষ টাকা। মন্দিরের সামনে সীমানা প্রাচীরের কিছু অংশ দুবছর আগে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেটা ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে নির্মান করা হয়েছে। বর্তমান কালে মন্দিরের স্থানে ওয়ালটিও নতুন করে ভেঙে তৈরি হয়েছে। এর বাইরে আরও একটি নতুন ওয়াল ৮০ ফুটের তৈরি হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের এই মঠ মন্দিরে একটি মঞ্চ তৈরি করা হবে। মন্দিরের ওয়ালে গৌতম বুদ্ধের জীবনী আর্ট করে দেওয়া হবে। মন্দিরের পিছনে কিছুটা জমি রয়েছে। সেখানে ঘেরা দিয়ে বিল্ডিং নির্মান করা হবে। এই মঠ-মন্দিরের বিহারাধ্যক্ষ ডঃ অরুনজ্যোতি ভিক্ষু এবং ধর্মজ্যোতি ভিক্ষু উপ-বিহারাধ্যক্ষ।

গতবছর করোনার জন্য বৌদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠান করে পালিত হয়নি। যে যার বাড়ি থেকেই বৌদ্ধ স্মরন অনুষ্ঠান করেন। এবারেও করোনা পরিস্থিতির জেরে বাড়ি থেকেই সকলে বৌদ্ধ জয়ন্তীর স্মরন করবেন পূজা অর্চনার মাধ্যমে।

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তিনি রাজপুত্র ছিলেন। সংসারে জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু দেখে তিনি সেসব থেকে নিবারনের উপায় খুঁজতে গিয়েই বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তিনি শান্তি বা অহিংসার বার্তা দিয়েছিলেন। আর তারজন্য মানবজাতির উদ্দেশ্যে পঞ্চশীল তত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে পঞ্চশীল তত্ব সাধনার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছিলেন তা যদি মানুষের মধ্যে প্রচার করা না যায় তবে তার বুদ্ধত্বলাভের মূল উদ্দেশ্যে সফল হবে না, কেউ জানতে পারবে না সেই তত্ব-- সে ভাবনা থেকে পঞ্চ শিষ্যকে নিয়ে সারনাথে( উত্তর প্রদেশে) বসে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। ভগবান বুদ্ধই প্রথম বলেছিলেন 'সব্বে সত্বা সুখিতা হন্তু-- অর্থাৎ জগতের সকল প্রানী সুখী হোক। এটা বৌদ্ধ ধর্মের মহৎ বিষয়।

আজ করোনার দাপটে মানুষ দিশেহারা। এই ইহ জগতে আমরা যত ভাইরাস পাই সব পৃথিবীতে তৈরি হওয়া। প্রকৃতিতে তৈরি হওয়া ভাইরাস প্রকৃতিতে মিলিয়ে যায়। কিন্তু মানব জাতিকে ক্ষতি করার জন্যও মানুষ আবার কিছু ভাইরাস তৈরি করে। ম্যান মেড ভাইরাস হিংসার জন্য তৈরি করা হয়। যারা এরকম ভাইরাস তৈরি করছেন তারা হিংসার বাতাবরন তৈরি করতে চাইছেন। এক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধের অহিংসার বানী আজ বড় প্রাসঙ্গিক।

*(লেখক শিলিগুড়ি মহাকাল পল্লীর বুদ্ধ ভারতি মঠ-মন্দিরের সভাপতি এবং একজন সমাজসেবী)*

*With Best Compliments From :*

PH. NO. 0353-2660293

# BARUA & CO.

**TARASHANKAR ROAD,**
**DESHBANDHUPARA**
**PO. SILIGURI TOWN**
**DIST. DARJEELING**
**PIN - 734004**

# করোনা আবহে গৌতম বুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা

সুনীল কান্তি বড়ুয়া

নমস্কার সকলকে। আমি সুনীল কান্তি বড়ুয়া, বড়ুয়া সমাজে আমি সুধীর নামে পরিচিত। আমি রেলের কর্মী ছিলাম। শিলিগুড়ি জংশনে আমি স্টেশন ম্যানেজার ছিলাম। ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি আমি অবসর গ্রহন করি। ২০১৬ সালেই শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার মেঘলাল রায় সরনিতে আমি বাড়ি তৈরি করে আছি। আমার হবি হলো বৌদ্ধ দর্শন। সকলকে আমি বৌদ্ধ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই।

আগামী ২৬ মে, ২৫৬৫তম বুদ্ধ জয়ন্তী। আজকে বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যদি আমরা বুদ্ধের কিছু দর্শন বা সূত্র মেনে চলি তাহলো হয়তো আমরা করোনা থেকে বাঁচতে পারি। সেটা হচ্ছে,আপনারা অবশ্যই পঞ্চশীল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। পঞ্চশীল কি, পঞ্চশীলের প্রথম তত্ব হলো, আমি প্রানী হত্যা থেকে বিরত থাকবো। দ্বিতীয় হলো, আমি অন্যজনের দ্রব্য না বলে গ্রহন করবো না। তৃতীয় হলো, আমি ব্যভিচার করবো না। চতুর্থ হলো, আমি মিথ্যা কথা বলবো না। পঞ্চম হলো, আমি নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহন করবো না।

এখন আজকে করোনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যা বলবো, তা হলো যদি আপনি শ্বাসের ক্রিয়া করেন তাহলো আপনি এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ করবেন।শ্বাসের ক্রিয়া কি? শ্বাসের ক্রিয়া হলো, আপনি যে স্বাভাবিক শ্বাস নিচ্ছেন-- শ্বাস নিচ্ছেন, শ্বাস ত্যাগ করছেন, এটাই আপনাকে করোনা থেকে রক্ষা করবে। এই ক্রিয়া করবার সময় কিছু নিয়ম আপনাকে মেনে চলতে হবে।শ্বাসের ক্রিয়া করবার সময় আপনার সব ধ্যান শ্বাসের ক্রিয়ার মধ্যে থাকতে হবে। যেমন আপনার বাড়িতে যদি কোনও দারোয়ান রাখেন, তবে সেই দারোয়ানের কাজ হল সতর্ক থাকা যাতে বাইরের কেউ আপনার বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারেন। তেমনই আপনি আপনার শ্বাস ক্রিয়ার মধ্যে দারোয়নের কাজ করতে হবে। আমি যখন শ্বাস নিচ্ছি , শ্বাস নিচ্ছি আবার শ্বাস যখন ত্যাগ করছি, ত্যাগ করছি। শ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস ফেলছি, এতে আপনার ব্রিদিং এক্সারসাইজ হচ্ছে। আমাদের শরীরে যত অঙ্গ রয়েছে, তারমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো ফুসফুস। ফুসফুসকেই অকেজো করে দিচ্ছে করোনা। ফুসফুসের কাজ হলো, আমাদের শ্বাসের মধ্যে যে বাতাস গ্রহন করছি, সেটাকে বিশুদ্ধ করে হার্টে পাঠানো , হার্টের পাম্পিং করা। হার্ট যদি সুস্থ থাকে, তবে আমরা সুস্থ থাকবো। তাই আপনাকে ফুসফুস সুস্থ রাখতে হলে আনাপানা, আনা মানে শ্বাস নেওয়া , পানা মানে শ্বাস ত্যাগ করা। যদি বুঝতে না পারেন জোরে দুতিনবার আনাপানা করে নেবেন। নেওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে চোখ বন্ধ করে তা করতে পারেন। এর অবশ্য কিছু পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতি হলো, সুখ আসন। আপনি বাবু হয়ে বসতে পারেন, আপনি চেয়ারকে অবলম্বন করে বসতে পারেন। বাড়িতে সোফা থাকলে বসতে পারেন।বিছানায় হেলান দিয়ে বালিশ নিয়ে বসতে পারেন। আপনার দেহের মধ্যে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেভাবে বসতে পারেন। শ্বাস নিচ্ছি, শ্বাস ফেলছি এর মধ্যে যেন মন চঞ্চল না হয়। এই শ্বাস নেওয়া শ্বাস ফেলার মধ্যে অতীতের ভাবনার মধ্যে মন চলে গেলো, আবার ভবিষ্যতে চলে গেলো, তাহলে কিন্তু হবে না। মন চঞ্চল করা যাবে না। এখন যদি আপনি সুস্থ থাকতে চান, শ্বাস প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারেন, গ্যারান্টি দিতে পারি ভালো থাকবেন। প্রথমে পাঁচ মিনিট করুন, তারপর দশ মিনিট করুন, ভালো লাগলে তারপর ত্রিশ মিনিট বাড়িয়ে নিন। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, এই শ্বাস ক্রিয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে গেলে আপনি করোনাকে জয় করতে পারবেন।

সামনে বুদ্ধ জয়ন্তী আসছে। বুদ্ধ জয়ন্তী মানে শুধু বুদ্ধের পুজোপাঠ নয়, ধূপ জ্বালানো নয়। শ্বাসের ক্রিয়াই হলো বুদ্ধের মূল নীতি। তাই ভালো থাকতে শ্বাসের ক্রিয়া করোনা মন দিয়ে। আর সরকারের নির্দেশে মেনে বাড়িতে থাকুন। সতর্কতা মেনে চলুন।

বুদ্ধ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। যে বৃক্ষের নিচে বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেটা বোধিবৃক্ষ। মানে জ্ঞানবৃক্ষ। আর তখন থেকেই আসে বুদ্ধত্ব কথাটি। জ্বরা, ব্যাধি , মৃত্যু বা মানুষের দুঃখ কেন, তা থেকে মুক্তি সন্ধান বের করতে মাত্র ২৯ বছর বয়সে রাজ সিংহাসন ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন সিদ্ধার্থ। ৩৫ বছর বয়সে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। ৮০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ২৯ বছর থেকে ৩৫ বছর, ছয় বছর লেগেছিলা তার সিদ্ধিলাভ করতে। আর তাঁর পঞ্চশিষ্যকে তিনি প্রথম তাঁর পঞ্চশীলের তত্ব দিয়েছিলেন। টানা ছয় বছর ধরে তিনি অভুক্ত থেকে সাধনা করেছিলেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

*(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায়, তিনি শিলিগুড়ি জংশনের অবসরপ্রাপ্ত রেল স্টেশন ম্যানেজার)*

# ‘সবেব সত্তা সুখীতা হোন্তো’

দেবপ্রিয় বড়ুয়া

সকলকে নমস্কার। সকলকে বৌদ্ধ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা। এই বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে কয়েকটি কথা আমি মেলে ধরতে চাই।

অবিভক্ত বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী বিধৌত চাঁন্দগাঁও গ্রামে এক থেরবাদী বৌদ্ধ পরিবারে ১৯৩৮ সালের ২৭ মে, শুক্রবার আমার জন্ম। আমার পিতৃদেবের নাম ছিল নীলমনি বড়ুয়া, মাতৃদেবীর নাম উলাসী বালা বড়ুয়া। বাবা মায়ের তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান আমি। চাঁদগাঁও গ্রামেরই বড়ুয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমার পড়াশোনা শুরু হয়। তারপর কুয়াইশ-বুড়ীচ্চর সম্মিলনী হাইস্কুল এবং মোহরা হাইস্কুলে পড়াশোনা করি। পরে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে ভারতের আসাম রাজ্যের শিলং এ চলে আসি। আমার দ্বিতীয় প্রেরণার স্থল ছিল শিলং শহর। শিলং বুদ্ধ মন্দির। পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেব জিনরতন মহাথের মহোদয় ছিলেন মন্দির অধ্যক্ষ। তাঁরই আশ্রয়ে এবং সস্নেহ-শাসনে নতুন করে শুরু হয় আমার শিক্ষা জীবন। স্কুল কলেজের শিক্ষার সাথে সাথে তাঁরই পাদমূলে বসে ত্রিপিটক-শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি। গুরুদেব জিনরতন মহাথের মহোদয়ের কাছে ত্রিপিটক অধ্যয়ন কালে আমার মধ্যে একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী বাসনা দেখা দেয়। শিলং বুদ্ধ মন্দিরে এসে গুরুদেবের সান্নিধ্যে থেকে এবং ত্রিপিটক-শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রভাবে বিরাটকে ভালবাসতে শিখলাম। বিরাটের প্রতিকৃতি মহাশূন্যকে ভালবাসতে শিখলাম। শিলং বুদ্ধ মন্দিরে অবস্থান কালেই গুরুদেব জিনরতন মহাথের মহোদয়ের সান্নিধ্যে থেকে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপনান্তে, নীতি ও ধর্মের অনুশাসন শিক্ষা গ্রহনের সাথে সাথে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আসাম-সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ড হতে সূত্র ও বিনয় শাস্ত্রী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং অভিধর্ম শাস্ত্রী পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করি। তারপর কামেশ্বর সিং দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম হয়ে পাল্যাচার্য( এম এ , সমতুল) ডিগ্রী লাভ করি। এই পরীক্ষায়ও মন সন্তুষ্ট না হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা কেন্দ্র নালন্দা, বর্তমান নব-নালন্দা মহাবিহার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এ অধ্যয়ন করে মগধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক( বি.এ) এবং পালি সাহিত্যে এম এ পরীক্ষা দিই এবং প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। অনেক পরে দার্জিলিং শ্রীরামকৃষ্ণ বিটি কলেজে অধ্যয়ন করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি এড ডিগ্রী লাভ করি। দীর্ঘদিন আসাম-সংস্কৃত বোর্ডের প্রশ্ন কর্তা এবং পরীক্ষকের দায়িত্বও পালন করি। পরবর্তীতে আমার পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথের মহোদয়ের প্রেরণা, উৎসাহ এবং পরামর্শে শিলিগুড়িতে চলে আসি এবং তারপর শিলিগুড়িকেই পরবর্তী জীবনের কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিই। বহুদিন ধরে শিলিগুড়িতে শিক্ষা প্রসারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করি। ১৯৮২ সালের ১২ জানুয়ারি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমি কার্যভার গ্রহন করি। এই স্কুল স্থাপনেও শুরু থেকেই আমি প্রয়াস চালাই। স্কুলটি স্থাপন হয়েছিল ১৯৭০ সালে,১৩ জনকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। আমি অবসরগ্রহন করি ২০০২ সালের পয়লা মে।

এবারে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে বলবো, মানুষের লোভ-দ্বেষ ইত্যাদি ধ্বংস করে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করতে এখনও বুদ্ধের বাণীর গুরুত্ব অপরিসীম। মহাকারুনিক বুদ্ধের শান্তির বাণী মানুষকে দিতে পারে অভূতপূর্ব সহনশীলতা আর আত্মত্যাগ, অপরিসীম মৈত্রী-প্রেম ও মহাকরুণা, দিতে পারে মানুষে মানুষে ও দেশে দেশে অন্তরঙ্গ সহাবস্থান গড়ে তোলার অপূর্ব শিক্ষা। মহাপ্রজ্ঞাবান বুদ্ধের শিক্ষা হলো, সর্বদিকে যত প্রাণী আছে -- যেমন ক্ষুদ্র-বৃহৎ,দীর্ঘ-হ্রস্ব, দৃষ্ট-অদৃষ্ট , জাত-অজাত , আর্য-অনার্য, স্ত্রী-পুরুষ, ভুত-প্রেত, এমনকি নরকস্থ প্রাণী পর্যন্ত সকলেই শত্রুহীন হোক, বিপদহীন হোক, রোগহীন হোক, দুঃখ থেকে মুক্ত হোক, সুখে বাস করুক এবং সদুপায়ে প্রাপ্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। দৈনন্দিন জীবনে এরুপ যাদের ভাবনা আর মৈত্রী চিন্তা, তারা কি

কখনো অন্যের ক্ষতি-সাধন করতে পারে? অন্যের দুঃখ দুর্দশার কারণ হতে পারে? মানুষের মন থেকে যদি হিংসা-বিদ্বেষ নির্মুল না হয় তাহলে বিশ্বশান্তি চিরকালই মানুষের নাগালের বাইরে বন্য হংস হয়ে থাকবে। মনের ভিতর ছুরি শান দিতে দিতে মুখে শান্তির বাণী আওড়ালে যে শান্তি নেমে আসবে তা হচ্ছে শ্মশানের শান্তি, তা কখনও জীবনের শান্তি নয়। জীবনের শান্তির পথ আমরা খুঁজে পাবো মহামানব বুদ্ধের জীবন সাধনায়-- তাঁর শিক্ষা, বাণী ও নির্দেশের মধ্যে।

আজ মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিশ্বে কোথাও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, নেই কারো জান-মানের নিরাপত্তা। মানুষের মধ্যে আজ দেখা দিয়েছে পাশবিকতার প্রাবল্য, মানুষ হয়ে উঠেছে নির্দয়-নিষ্ঠুর, তাই সমাজে আজ দেখা দিয়েছে হিংসাবিদ্বেষ, মারামারি, সন্ত্রাস, ডাকাতি, ছিনতাই, ব্যভিচার, পরস্বাপহরন ইত্যাদি। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চলছে হানাহানি। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চলছে সংঘাত, যুদ্ধ বিগ্রহ। মহাকারুনি বুদ্ধের ধর্মে যেমন নেই পশুবলির স্থান তেমনি নররক্তে কলঙ্কিত হয়নি এ ধর্ম প্রচারের ইতিহাস। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বাট্রান্ড রাসেল বলেছেন,' ঐতিহাসিক বড় ধর্মগুলোর মধ্যে আমার পছন্দ বৌদ্ধ ধর্ম, কারণ বিশেষত এর আদিরুপে নির্যাতনের উপাদান নেই বললেই চলে।' বুদ্ধের অমূল্যবাণী অহিংসাই হল পৃথিবীতে যুদ্ধের বিভীষিকা ও ভয়াবহতা প্রতিহত করার উত্তম পন্থা। এ বাণীর অনুশীলন যতই বাড়বে ততই মানুষের ব্যক্তিগত বা জাতিগত লোভ দ্বেষ মোহের অন্তর্ধান সম্ভব হবে।

বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় ত্যাগ-তিতিক্ষা, শান্তি-সম্প্রীতি, মৈত্রী-করুণা এবং প্রেম ও অহিংসা। এ ধর্ম মানুষে মানুষে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও মধুর ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন করে বিশ্বে অনাবিল শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে অদ্বিতীয়। বিশ্বমৈত্রী ও মহাকরুণার মূর্তিমান মহামানব ভগবান বুদ্ধের বিশ্ব নন্দিত মহাবাণী,' সবেব সত্তা সুখীতা হোন্তো' অর্থাৎ বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক। এটা বিশ্ব শান্তির অমোঘ বাণী। এ বাণী অজয়, অমর, অক্ষয়। বর্তমান সময়ে এ বাণীর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

এবারে এই করোনা আবহে বলবো, আমাদের সৎ ভাবেই জীবনযাপন করতে হবে। অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করতে হবে। সবাই শান্তিতে থাক, সুখে থাক, রোগমুক্ত হোক এটাই চাই। সৎভাবে জীবন যাপন করতে হলে পাঁচটি নীতি অবলম্বন করতে হবে। এক)প্রানী হত্যা থেকে বিরত থাকা, দুই) চুরি না করা, তিন) ব্যভিচার না করা, চার) নেশার দ্রব্য গ্রহন না করা, পাঁচ) মিথ্যা কথা না বলা। ভগবান বুদ্ধের এই পঞ্চনীতি যদি আমরা গ্রহন করি এবং প্রচার করি তবে বিশ্বে বিরাট পরিবর্তন আসবে।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং সমাজসেবী। তাছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ফাটাপুকুর শীলানন্দ বৌদ্ধ বিহার,ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি। )

# আচার্য বিনয়পাল মহাস্তবীর

(দেশ ও জাতি যখন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়-- অন্যায় ও অসত্যের রাহুগ্রাস, হিংসার উলঙ্গ উল্লাসে মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত ও দিগভ্রান্ত হয় তখনই উদিত হয় জাতির মুক্তি সূর্য। মর্ত্যে নেমে আসে মহাজনমের লগ্ন। আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময় পুরুষ, যুগে যুগে তাঁরা জাতিকে আশ্রয় দান করেন, জনজীবনকে আলোকিত করেন, প্রজ্ঞা ও প্রশান্তিতে এক মহত্তর জীবন প্রবাহের সৃষ্টি করেন। কর্ম ও ধ্যানযোগী শ্রদ্ধেয় বিনয় পাল মহাথের মহোদয় এমনই এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তাঁর শুভ আবির্ভাবে বৌদ্ধ জাতির ভাগ্যাকাশে স্নিগ্ধ ও শুভ্র চন্দ্রোদয় ঘটেছে। তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্য, গভীর আত্ম-প্রত্যয় এবং প্রগার প্রাণস্পর্শী দেশপ্রেমের বলে তিনি বৌদ্ধ জাতির জীবনে এক নব উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দিব্য জীবন বৌদ্ধ সমাজের উত্তরণ ঘটিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বায়নে তাঁর অমূল্য অবদান সর্বজন স্বীকৃত। তাঁকে পেয়ে বিশ্ব বৌদ্ধ গৌরবান্বিত। তাঁর জীবনের জয় হোক।

১৯৪০ সালের পয়লা জানুয়ারি মঙ্গলবার সুজলা-সুফলা, শস্য শ্যামলা প্রকৃতির রম্যলীলা নিকেতন চট্টগ্রাম জেলার অর্ন্তগত রাউজান থানার ঐতিহ্যবাহী হোয়ারপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত থেরবাদী বৌদ্ধ পরিবারে পুণ্যময় আচার্য বিনয়পাল মহাথের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর পিতা কমলাকান্ত বড়ুয়া, মাতা শ্রীমতি স্নেহলতা বড়ুয়া, সেকালের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হলেও কমলাকান্তবাবু ছিলেন জ্ঞানী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। মাতা শ্রীমতি স্নেহলতা বড়ুয়া ছিলেন গুনবতী ও ধার্মিক নারী। সংসারের শত কাজের মধ্যেও ছিল তাঁর ধর্মের প্রতি অচলাভক্তি ও প্রবল অনুরাগ। নামকরন দিবসে নবজাত শিশুর নাম রাখা হয় অরবিন্দু। পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের প্রান সেইদিন ভরে উঠেছিল এই ভেবে যে বালক অরবিন্দ কেবল তাঁদের বংশের গৌরব হিসাবে নন, বরং একদিন সমগ্র বৌদ্ধ সমাজের দীপ স্বরুপ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবেন। পিতামাতার একমাত্র পুত্র সন্তান(তৃতীয়া) হলো অরবিন্দ। তাঁর দুই দিদি শোভারানী বড়ুয়া ও উষারানী বড়ুয়া, ছোট বোন সন্ধ্যা বড়ুয়া।

বীর বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁর অবদান সবসময় উল্লেখ করতে হয় সেই মাস্টারদা সূর্যসেনের স্মৃতি বিজড়িত চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া হাইস্কুলে তিনি পড়াশোনা করেছেন। তার আগে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় চট্টগ্রামের হোয়ারাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সারাদিন কঠোর ক্লান্তি অবসাদের মধ্যেও পড়াশোনায় কোনদিন তিনি ফাঁকি দেননি। ১৯৫৩ সালে নোয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলার প্রতিও তাঁর মনে প্রবল আকর্ষন ছিল। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতে চলে আসেন। তাঁর পিতা শ্রীকমলাকান্ত বড়ুয়া জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া চা বাগানের ইউরোপিয়ান ডায়েরি ফার্মে করনিক পদে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই কালচিনি ইউনিয়ন একাডেমি মাল্টি পারপাস হাইস্কুলে তিনি ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এখানে তিনি ফুটবল খেলার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এবং তিনি একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। ১৯৬৫ সালের ২৩শে মে,২৫০১ বুদ্ধাব্দ। এই দিনটি বিনয় পালের জীবনে এক স্মরনীয় দিন। ভিক্ষু সংঘ কর্মবাচা পাঠের মাধ্যমে তাঁকে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা দেন। তিনি ভিক্ষু অভিধায় অভিষিক্ত হন। উপসংঘরাজ বিনয় পাল মহাথের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যতে পুরো বিষয়টি মেলে ধরেছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব , হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবপ্রিয় বড়ুয়া। লেখক দেবপ্রিয় বড়ুয়া তাঁর সেই বইতে শেষের দিকে আরও লিখেছেন, আত্মপ্রচার বিমুখ ভদন্ত বিনয় পাল একজন আবাল্য ব্রহ্মচারী সমাজ সংস্কারক ও পরোপকারী। অনেক মানবিক সদগুন এবং সদ্ধর্ম হিতৈষী মনোভাব তাঁকে মহনীয় করে তুলেছে বলা যায়। তার মত নিবেদিত প্রাণ নিঃস্বার্থ শাসন দরদী সংঘ পুরোধা আধুনিক সমাজে অতীব দুর্লভ। তাঁর আদর্শ চিন্তা চেতনা পরবর্তী শ্রামন এবং ভিক্ষুগনের আলোকবর্তিকা হোক। কীতিযশ্য স জীবতি। যিনি বা যাঁরা আপন কীর্তিতে ভাস্কর তাঁদের মৃত্যু নেই। ভদন্ত বিনয়পাল মহাথের সেই দিক থেকে সার্থক ও অনেকটা আদর্শ ব্রহ্মচর্য জীবনের অধিকারী হিসাবে মানব জীবনকে গঠন এবং পরিপূর্ণ করেছেন সন্দেহ নেই। প্রজন্মের কাছে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন এবং থাকবেন। ত্যাগদীপ্ত জীবনের মহিমা সবার মধ্যে প্রভাবিত হোক, সমাজ হোক কলুষমুক্ত এবং জাতি হোক আলোর দিশারী। বুদ্ধ জ্ঞানের দীপ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক। )

# ভগবান বুদ্ধের সময় মহামারী

আচার্য বিনয়পাল মহাস্তবীর

সকলকে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীর শুভেচ্ছা। পৃথিবীর সকল প্রানী সুখী হোক। ভগবান বুদ্ধের সময়ও মহামারী হয়েছিল। বৈশালীতে সেই সময় অনাবৃষ্টি হয়। তখন লোকের মধ্যে হাহাকার তৈরি হয়। অনাবৃষ্টির সঙ্গে মহামারী দেখা দেয়। কলেরা, জ্বর। বহু মানুষ মারা যাচ্ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তিতে অবস্থান করছিলেন। বৈশালী থেকে বহু অসহায় মানুষ যখন গৌতম বুদ্ধের দ্বারস্থ হন। তাঁর কাছে সকলে কাতর আবেদন করেন। গৌতম বুদ্ধ তাঁদের বলেছিলেন, তোমাদের গ্রামে দেবতাদের দৃষ্টি পড়েছে। তোমাদের শৃঙ্খলাপরায়ন হতে হবে।তোমরা মানবতা, মনুষ্যত্ব ভুলে গিয়েছো, তোমাদের ধর্মজ্ঞান নেই। তোমাদের সৎ হতে হবে। গৌতম বুদ্ধ তখন রতনসূত্র তৈরি করে তাঁর সেবক আনন্দকে পাঠান বৈশালীতে। আনন্দ পালিভাষাতে রতন সূত্র পাঠ করেন। বৈশালীতে বৃষ্টি শুরু হয়। আর এমন বৃষ্টি হয় যে তাতে মহামারীতে এদিকওদিক পড়ে থাকা বহু মৃতদেহ ধুয়েমুছে যায়।৩৮ পাতার মঙ্গলসূত্রে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন বেশ কিছু নিয়মের কথা। যেমন মূর্খের সেবা না করা, ভালো লোকের সেবা করা। মাতাপিতাকে সেবা করতে হবে। বাবামায়েরও সন্তানকে সঠিকভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। একটা সৎ পরিবেশ তৈরি করে থাকতে হবে সকলকে। সমাজের সেবা করতে হবে। দেশকে সুন্দর করতে হবে। ভালো লোকদের রক্ষা করতে হবে। যেসব কর্মের দ্বারা মানুষের অপকার হবে সেসব কাজ না করা।

কখনও সুখ হবে, কখনও দুঃখ হবে। কখনও রোগ হবে, কখনও শোক হবে। কখনও মঙ্গল হবে, কখনও অমঙ্গল হবে। তুমি যদি মঙ্গলের কাজ করো, কেউ যদি তোমাকে অমঙ্গল করে তোমাকে মৈত্রী-করুনার ভাব নিয়ে থাকতে হবে। তাঁর ওপর ক্ষোভ দেখাতে পারবে না।

মৈত্রী মানে আমি সবদিক থেকে ভালো হতে চাই, আমার থেকে বেশি ভালো সবাই হোক। করুনা মানে কারও যেন রোগ না হয়। কারও রোগ হলে যথাসাধ্য তার সেবা করা। মোদিতা মানে আমি যেমন বড় হতে চাই , আমার থেকে বেশি বড় হোক সবাই। সামর্থ্য থাকলে আমি সবাইকে সহযোগিতা করবো বড় হওয়ার জন্য। উপেক্ষা মানে আমি যেটা চাই না, সেটা আমার ওপর বর্ষন করলো। আমাকে কেউ নিন্দা করলো, আমি সেটা মৈত্রী দিয়ে জয় বা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করবো। বৌদ্ধ শাস্ত্রের মৈত্রী, করুনা, মোদিতা এবং উপেক্ষা অনুসরন করলে শান্তিও হবে মনে।

# ব্যতিক্রমী কাজ নবীনা সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ করোনার মধ্যে অনেকেই সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরই একজন নবীনা সরকার। শিলিগুড়ি পরেশ নগরের আমার তাঁরার কর্ণধার নবীনা সরকার করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে রান্না করা খাবার পৌছে দিচ্ছেন । তাঁর রান্না করা খাবার করোনা আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন শিলিগুড়ি ইউনিক ফাউন্ডেশন টিমের সদস্যরা। একই সঙ্গে যারা শ্মশানে করোনায় মৃত ব্যক্তিদের দেহ দাহ করছেন তাদেরকেও খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন নবীনা। নবীনার বাবা ভারতীয় সেনা বাহিনীতে ছিলেন। বাবার সেই যোদ্ধা মানসিকতা প্রবেশ করেছে কন্যার মধ্যেও। নবীনা বলেন, মানুষের পাশে থাকতে এবং সামাজিক কাজ করতে ভালো লাগে। তাই এই সব কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যতদিন পারবো মানুষের পাশে থাকবো সেবামূলক কাজের মাধ্যমে।

# জগতের সকল প্রানী সুখী হোক

চন্দন বড়ুয়া

নমস্কার। সকলকে বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। আমি একজন ডেন্টিস্ট। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ায় আমার চেম্বার। করোনার এই আবহেও রোগী দেখছি। তবে সব রোগী নয়। সাধারণ দাঁত ব্যথা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা হলে রোগী দেখে দিচ্ছি। তবে সবটাই করোনা বিধি মেনে। জরুরি সমস্যা হলে রোগী যাচ্ছে হাসপাতালে। মানুষের দাঁত ব্যথার প্রাথমিক উপশম ঘটাতে আমার সাধ্য অনুযায়ী প্রয়াস চালিয়ে যাই। মুখে মাস্ক, শারীরিক দূরত্ব, স্যানিটাইজেশন, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া প্রভৃতি সব নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে। তার সঙ্গে এবারে চলে এসেছে বুদ্ধ জয়ন্তী। বুদ্ধ জয়ন্তীকে সামনে রেখে যেটা বলতে চাই, জগতের সকল প্রানী সুখে থাকুক। পৃথিবীর এই মারনব্যাধি বিদায় নিক। সবাই ভালো থাকুক, শান্তিতে থাকুক এটাই থাকলো প্রার্থনা। সকলের কাছে আবেদন , সবাই করোনা বিধি মেনে চলুন।

# সব ধর্মের মূল বিষয় এক

পার্থপ্রতিম বড়ুয়া

নমস্কার। সকলকে বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। আমি মনে করি, সব এক-- অল ইজ সেম। কেউ বুদ্ধকে মানেন, কেউ যীশ খীষ্টকে, কেউ মা তারা বা শিবকে পুজো দেন। কেউ বজরংবলীর পুজো দেন। আমার বাড়িতে গৌতম বুদ্ধের প্রতিকৃতি থেকে শুরু করে মা তারা, যীশু খীষ্ট সকলের প্রতিকৃতি রয়েছে। সকলকেই আমার বাড়ির মন্দিরে একসঙ্গে ফুল মালা দেওয়া হয়। আজকের এই করোনা দুর্যোগের সময় বলবো, সবাই এক হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যাদের অন্ন নেই, যাদের ওষুধ নেই, তাদের পাশে এখন আমাদের সকলকে দাঁড়াতে হবে। এবারে যেহেতু বৌদ্ধ পূর্ণিমার বড় অনুষ্ঠান করা যাবে না তাই সেই অনুষ্ঠান থেকে অর্থ বাঁচিয়ে অসহায় দুঃস্থ মানুষদের পাশে আমাদের থাকতে হবে। গতবছর ডুয়াসের কালচিনি ও তার আশপাশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে আমরা ত্রাণ সরবরাহ করি। যীশু খ্রীষ্টের একটি কথা ভালো লাগে, আমি এসেছি খালি, যাবো খালি। যা রোজগার করেছি, তার দশ শতাংশ যদি অসহায় পিছিয়ে পড়াদের দিই তবে ভালোই হবে। দান করলে আমার কিছু ক্ষয় হবে না। টাকাপয়সা, বাড়িগাড়িতো ওপরে নিয়ে যেতে পারবো না। আমাদের সংস্থা আছে কালচিনিতে। সেখানে একটি স্কুল আছে, সেখানে শিশুদের আমরা বিনে পয়সায় শিক্ষা দিই, শিশুদের মধ্যে আমরা বিনা পয়সায় বই দিই। তার সঙ্গে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হয় পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে। সেখানে আমরা ওষুধও বিলি করে বিনাপয়সায়।

কালচিনিতে কাজ করছে আমাদের করুনা চ্যারিটেবল সোসাইটি। ২০০৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে কাজ। গতবছর ২৭জুলাই আমি আমার দাদা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক বোধিপাল ভিক্ষুকে হারিয়েছি। তিনি করোনায় প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তিনি দেহ রাখার আগে লকডাউনের সময় বহু অসহায় গরিব মানুষের পাশে ত্রান নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মে দর্শন প্রচার প্রসারে তিনি আজীবন বিরাট ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

আজ এই দুর্যোগের সময় আরও বেশি করে বলবো, দান দিতে হবে। দান অনেকরকম। একটি দান অভয়া দান অর্থাৎ যারা টাকা দিয়ে কাওকে কিছু দান করতে পারছেন না তারা কাওকে রক্ত দান করতে পারেন, ওষুধ দান করতে পারেন বা সমাজ দেশের জন্য অঙ্গ দান করতে পারেন। আরেক রকম দান ধর্ম দানা অর্থাৎ গিফট অফ ট্রুথ। গৌতম বুদ্ধের বানী সম্বলিত ত্রিপিটক কাওকে দিতে পারি। কাওকে গৌতম বুদ্ধের দর্শনের ব্যাখা দিয়ে আরও একরকম দান দিতে পারি। শিক্ষা দান, জ্ঞান দান এসবও একেকটি দান। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা ভালো মানুষদের মধ্যে কিছু দান করা, সেটাও একটি দান। এই করোনার সময় অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। অনেকেই আর্থিক সঙ্কটে রয়েছেন। বহু ছেলেমেয়ে বেকার হয়ে গিয়েছে। এই সঙ্কটে তাদের পাশে থাকাটাও একটি বিরাট দান। এই সব সমস্যাগ্রস্থ মানুষদের আমরা এই সময় চাল ডাল নিয়ে দান দিতে পারি। গতবছর আমরা দান কাজে নামলে শিল্পোদ্যোগী অভিজিৎ চৌধূরী সহায়তা করেন।

# বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা

গোপাল লামা

নমস্কার সকলকে। সকলকে বৌদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন থেকে বলছি। শিলিগুড়ি গুরুংবস্তিতে আমাদের বৌদ্ধ মন্দির। ১৯৬০ সালে এই মন্দির স্থাপিত হয়। কিছুদিন আগে পঞ্চাশ বছর উদযাপিত হয় এই মন্দিরের। এটি একটি পুরনো পরিচিত বৌদ্ধ মন্দির। চারদিকে এর ভক্তরা ছড়িয়ে রয়েছেন। গতবছর করোনার জন্য বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হয়নি। এবারেও হয়তো হবে না। কারণ করোনা চলছে। এবারেও বৌদ্ধ জয়ন্তীতে ভক্তরা আসতে পারেন। তবে ভিড় আমরা করতে দিচ্ছি না। আমি এই বৌদ্ধ মঠ-মন্দিরের উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছি। সকাল বিকাল এই মন্দিরে পুজো প্রার্থনা অনুষ্টান হয়। বিশেষ দিনে সারাদিন ধরে পুজো হয় । ভগবান বৌদ্ধের মূল বার্তা হলো, পরোপকার। অহিংসা, সহনশীলতা, করুনা এই শিক্ষাগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। ভগবান বৌদ্ধের দর্শন আরও বেশি করে আমাদের আজ মনে রাখতে হবে। এই মহামারীতে আমাদের কোনও হিংসা না করে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমাদের এখন বিচলিত না হয়ে পরোপকারের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। অহিংসা এখন খুবই প্রাসঙ্গিক। আমরা এখন সকলে যতো তাড়াতাড়ি করোনা মুক্ত হতে পারবো ততই ভালো। এটাই থাকলো প্রার্থনা

*(লেখক শিলিগুড়ির প্রাক্তন মহকুমা শাসক এবং দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক)*

# শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে একটি ব্যতিক্রমী নাম দেবপ্রিয় বড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে শিক্ষার প্রসার সেই সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের দর্শন প্রচার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছেন দেবপ্রিয় বড়ুয়া। তিনি শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ সালের ২৭শে মে। বাংলাদেশের চট্ট গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৫৩ সালে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শিলং চলে এসে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর অসম সংস্কৃত বোর্ড থেকে সূত্র ও বিনয় শাস্ত্রী উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে এবং অভিধর্ম শাস্ত্রী উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কামেশ্বর সিং দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে তিনি পালি আচারিয়া পরীক্ষা, মগধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং পালি সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি এড ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন অসম সংস্কৃত বোর্ডের প্রশ্নকারক ও পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ছয় বছর শিলং পালি কলেজ ও বুদ্ধ বিদ্যা নিকেতনে যথাক্রমে অধ্যাপক ও প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৯ সাল থেকে পনের বছর ধর্মাধার পালি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি নিজে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক রুপে প্রায় ৩৩ বছর সেবা করার পর ২০০২ সালে অবসর গ্রহন করেন। তার পারিবারিক পরিচয়-- পত্নী শ্রীমতী শীলা বড়ুয়া, একমাত্র কন্যা জ্যোৎস্না, তিন পুত্র মনোজ, জয়দীপ ও সুদীপ বড়ুয়া। বিবাহিত ও সাংসারিক জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন বিনয়ী, ধার্মিক, সদ্ধর্ম ও স্বজাতি প্রেমিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রনেতা, প্রাবন্ধিক, সমাজ সংস্কারক, সদ্ধর্মের প্রবক্তা, বিদর্শন সাধক। তিনি এই পর্যন্ত আট জন সংঘ মনিষার জীবনী লিখে সমাজকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি সাধক প্রবর আনন্দমিত্র মহাথের, গুরুদেব কর্মবীর জিনরতন মহাথের, বিদর্শনাচার্য ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথের, সাধক জ্ঞানজ্যোতি মহাথের মতো প্রাতঃস্মরনীয় মহাপুরুষদের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন। তাছাড়া ধর্ম ও সাহিত্য চর্চায় নিবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর সৃজনশীলতা ও মননশীলতার আরও প্রসার প্রত্যাশা করে বইগুলোতে বর্ণনা দিয়েছেন ফাটাপুকুর শীলানন্দ বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মেত্তানন্দ থের। আগামী ২৬ মে ২০২১ সালে বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন তিনি ৮৩ বছর অতিক্রম করবেন। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন প্রসারে তিনি বিরাট ভুমিকা পালন করেছেন। তাঁর অবদান শিক্ষা প্রসারে অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক কালে তাঁর লেখা বই ' স্মৃতির আলোয় ফেলে আসা দিনগুলো', সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য-- উপসংঘরাজ বিনয়পাল মহাথের এবং কর্মবীর জিনরতন একটি উৎসর্গীকৃত জীবন দারুন প্রভাব ফেলেছে বিভিন্ন মহলে। দেবপ্রিয়বাবু তাঁর সুনিপুন লেখনির মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী হায়দরপাড়ার বহু তথ্যপূর্ণ বিবরন সহ ধ্যানাশ্রমের ইতিহাস চয়ন করে একটি গৌরবনীয় অধ্যায় রচনা করেন। তিনি শিলিগুড়িবাসী বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ইতিহাস রচনা করেছেন। হায়দরপাড়া জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যানাশ্রমের ইতিহাসও তিনি রচনা করেছেন। হায়দরপাড়া নামের উৎস, ঐতিহ্যমন্ডিত হায়দরপাড়ার বৈশিষ্ট্য চয়ন করে পাঠকমহলকে অনেক তথ্য জানার সুযোগ করে দিয়েছেন। সাধক জ্ঞানজ্যোতি মহাস্থবির মহোদয়ের স্বপ্ন উদ্যোগে জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যানাশ্রম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সবধর্মীয় মিলনতীর্থের পূর্ণতা লাভ করে হায়দরপাড়া। দেবপ্রিয়বাবু তাঁর গ্রন্থে হায়দরপাড়ার জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যানাশ্রম সম্পর্কে লিখেছেন,' জ্ঞানজ্যোতি মহাথের ও হায়দরপাড়া জ্ঞানজ্যোতি বিদর্শন ধ্যান আশ্রমকে কেন্দ্র করে আমি অসীম অপ্রমেয় পুণ্য সঞ্চয় করেছি। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছি। এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমি উত্তরবঙ্গের মধ্যে প্রথম সারির প্রথম স্থানে নিয়ে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় বিনয়পাল মহাথের, শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানন্দ মহাথের, শ্রদ্ধেয় অরুনজ্যোতি মহাথের, শ্রীসাধনচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীতরুন কুমার বড়ুয়া ও শ্রী অভিজিৎ বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ও আমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের প্রত্যক্ষ করা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বুদ্ধভারতী বিহারের তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস রচিত হয়েছে। তাঁর বইতে লেখা আরও কয়েকটি কথা থেকে দেবপ্রিয় বড়ুয়ার মহৎ কাজের আরও নমুনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,'মৃত্যুর পর আমার নশ্বর দেহ অগ্নিশিখায়

বিলীন হয়ে যাবে। এই নশ্বর দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কারও কোনও উপকারে আসবে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মানব কল্যানে এই নশ্বর দেহ দান করে দেব। আমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা যদি কারও সামান্যতর উপকারে আসে তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো'। তাঁর স্ত্রী শীলা বড়য়া তাঁর সম্পর্কে বইতে লিখেছেন,' তিনি সংসার ধর্ম পালন করলেও সংসারী ছিলেন না। আমাকে সংসার খরচের টাকাটা দিয়েই তিনি স্বস্তি পেতেন। তারপর ইলেকট্রিক বিল থেকে শুরু করে যাবতীয় ঝক্কি আমাকেই সামলাতে হয়েছে। সংসারের প্রতি তিনি সময় দিতে না পারলেও কখনও আমি তাঁকে বিরক্ত করিনি। বরং তাঁকে কি করে সন্তুষ্ট রাখা যায় সেই দিকে আমর মন পড়ে থাকতো। আমি কোন সময় তাঁর কোন কল্যানময়কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াইনি। বরং পূর্ণ সহযোগিতা করেছি। কৃতজ্ঞতাবোধ কাকে বলে আমি তাঁর থেকে শিখেছি। কারও থেকে সামান্যতম সাহায্য পেলেও তা তিনি বারবার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরন করেন। তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতাবোধ প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে যায়। এরকম একজন লোককে পতিরুপে পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি। আমি তাঁর সার্থক জীবনের ভাগীদার হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। '

# ভগবান গৌতম বুদ্ধের অমর বাণী

--- 'প্রত্যেকটা দিনের গুরুত্বকে বুঝুন, প্রত্যেকদিন একটা নতুন ব্যক্তির জন্ম একটা নতুন উদ্দেশ্যকে পূরন করার জন্য হয়ে থাকে।'

---- ' সবকিছুর জন্য মনই আসল। সবার আগে মনকে উপযুক্ত করো, চিন্তাশীল হও। আগে ভাবো তুমি কি হতে চাও।'

---- ' আনন্দ হলো বিশুদ্ধ মনের সহচর। বিশুদ্ধ চিন্তাগুলো খুঁজে খুঁজে আলাদা করতে হবে। তাহলে সুখের দিশা তুমি পাবেই।'

--- 'প্রত্যেক অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু শেখায়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা আমাদের ভুল থেকেই শিখি।'

---- 'তুমিই কেবল তোমার রক্ষাকর্তা, অন্য কেউ নয়।'

---- 'আমরা যখন কথা বলি তখন সেইসময় আমাদের শব্দগুলোকে ভালোভাবে নির্বাচন করা উচিত। কারণ এর ফলে শ্রোতার উপর ভালো কিংবা খারাপ প্রভাব পরতে পারে।'

--- 'জীবনের প্রথমেই ভুল হওয়া মানেই এই নয় এটিই সবচেয়ে বড় ভুল। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে যাওয়া'।

---- 'হাজারও খালি শব্দের থেকে ভালো সেই শব্দ, যেটা শান্তি নিয়ে আসে। '

---- 'অনিয়ন্ত্রিত মন মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। মনকে প্রশিক্ষিত করতে পারলে চিন্তাগুলোও তোমার দাসত্ব মেনে নেবে। '

---- 'জীবনে ব্যথা থাকবেই কিন্তু কষ্টকেই ভালোবাসতে শেখো।'

---- 'রেগে যাওয়া মানে নিজেকেই শাস্তি দেওয়া।'

---- 'শুভর সূচনা করতে প্রত্যেক নতুন সকালই তোমার জন্য এক একটি সুযোগ'

---- 'অন্যের জন্য ভালো কিছু করতে পারাটাও তোমার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।'

----- 'ভালো কাজ সবসময় করো, বারবার করো, মনকে সবসময় ভালো কাজে নিমগ্ন রাখো, সদাচরনই স্বর্গসুখের পথ।'

# গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে জানুন

নেপালের লুম্বিনী নামক স্থানে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহন করেন। তাঁর বাল্য নাম ছিল সিদ্ধার্থ। ৮ এপ্রিল ৫৬৩ খিস্ট পূর্বাব্দে তিনি জন্মগ্রহন করেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর জন্ম। তাঁর গোত্র ছিল গৌতম। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বোধি লাভ করেন। তাঁর বোধিলাভের ঘটনাকে বলা হয় নির্বাণ। তাঁর দ্বারা প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাস ও জীবন দর্শনকে বৌদ্ধ ধর্ম বলা হয়। গৌতম বুদ্ধের পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোদন আর মাতা ছিলেন মায়াদেবী। জন্মের সপ্তম দিনে গৌতম বুদ্ধের মা মায়াদেবীর জীবনাবসান হয়। পরে তিনি বিমাতা গৌতমী কর্তৃক লালিত হন। শাক্য বংশের সন্তান ছিলেন বলে তাকে শাক্যমুনি বলা হয়। ২৮ বছর বয়সে তাঁকে সংসারের প্রতি মনোযোগী করার জন্য তাঁর পিতা-মাতা তাকে রাজকন্যা যশোধরার সাথে বিয়ে দেন। গৌতম বুদ্ধ শুধুমাত্র একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন না, তিনি একজন মহান দার্শনিকও ছিলেন। তিনি চারটে মহাসত্যের কথা বলেছিলেন, সেইগুলো এরকম -- এক)মানুষের সাংসারিক জীবনে দুঃখ হলো মজ্জাগত। একটি দুঃখের পর আরেকটি আসে, তারপর আরেকটি ।দুই) মানুষের দুঃখ ও বিড়ম্বনার মূল কারণ হলো বিষয় সম্পত্তির ওপর লোভ, মানুষের অন্তরে প্রলোভনের এই বিষ দাঁত ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিন) ওই বিষ দাঁতকে সমূলে উৎপাটন করার দায়িত্ব মানুষের নিজেরই। চার)মানুষের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নির্বাণ লাভ। নির্বান লাভ কিভাবে সম্ভব, তা বুদ্ধদেব তার জন্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

# মনকেও শুদ্ধ করতে হবে

মুনিন্দ্র বংশ ভিক্ষু
(বিহারাধ্যক্ষ, বিদর্শন ধ্যান আশ্রম,হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

এবারে আমাদের এখানে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীর বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান হবে না। কারণ , করোনা। চার-পাঁচজন মিলে আশ্রমে বৌদ্ধ স্মরন হবে। বাকি অনুষ্ঠান যে যার বাড়িতে করবেন। ২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ এবারে। বৌদ্ধদের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত এই বৌদ্ধ পূর্ণিমা। তথাগত ভগবান বুদ্ধ নেপালের লুম্বিনী কাননে মাতৃ মহামায়ার জঠর হতে জন্মগ্রহন করেছিলেন এই বৌদ্ধ পূর্ণিমাতে। তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা সাধন করে গয়ার বোধিবৃক্ষর নিচে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। কুশী নারায় ৪৫ বছর ধরে ধর্মপ্রচার করে ৮০ বছর বয়সে পরিনির্বান লাভ করেন। বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তীতে ভক্তরা মন্দিরে এসে নিজেদের এবং পরের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। বর্তমানে করোনা চলছে। সবাই ভয়ে রয়েছেন। কিন্তু ভয় দূর করতে হবে মন থেকে। মাস্ক , স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হবে। আজকাল মানুষ এত অকুশল কাজ করছে তার জেরে পৃথিবী তার ভার নিতে পারছে না। মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করে আমরা যেভাবে নিজেদের শুদ্ধ করছি সেভাবেই মনকে শুদ্ধ রাখতে পারি তবে অনেক ভালো হবে। যারা রোগগ্রস্ত রয়েছেন তাদের সকলের কুশল প্রার্থনা করছি।

# তথাগতের শান্ত মূর্তির মহিমা

কবিতা বনিক

কোশল রাজ পুরোহিত জ্ঞানী ব্রাহ্মন, ভার্গবের একমাত্র পুত্রের জন্মক্ষনেই পিতা দেখলেন ছেলের ভবিষ্যত জনসাধারণ ও দেশের ঘোর অমঙ্গল ও অনর্থ বয়ে আনবে। পিতা সেইক্ষনেই শিশুটিকে হত্যা করতে চাইলেন। রাজা সস্নেহে অহিংসক নামকরন করে সৎ শিক্ষায় তাকে মানুষ করে তুলতে চাইলেন।

অহিংসক তেমন দুরন্ত তেমনি মেধাবী। পাঁচ বছর বয়সে তক্ষশীলায় গুরুগৃহে পাঠানো হল। সেখানে তার অসম্ভব মেধাশক্তির জন্য সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠল। যৌবনে পা রাখতে গুরুপত্নীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ফলে গুরুগৃহে থেকেও দেশ থেকে নির্বাসিত হল সে। সকলের গঞ্জনা, বিদ্রুপের ফলে তার পক্ষে কোশল দেশে, ঘরে ফেরাও হল না। গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিল সে। সমস্ত মানুষের ওপর তার রোষ গিয়ে পড়ল। হয়ে উঠল নরঘাতক। প্রত্যেক মানুষকে মেরে তার ডান হাতের আঙ্গুল কেটে গলায় ধারন করে। এই দস্যুর নাম হল অঙ্গুলীমালষ এদিকে তার জন্মদাত্রী অহিংসকের শোকে ঘুরতে ঘুরতে শরন নিলেন তথাগতের চরনে।

এদিকে হাজারতম শিকারের আশায় ঘুরছে অঙ্গুলীমাল। একদিন দেখে সেই জঙ্গলে এক শান্ত, ধীর ভিক্ষু আসছে। সে ভিক্ষুকে মারতে প্রানপণ ছুটছে। কিন্তু ভিক্ষুতো ধীর পায়ে হেঁটে চলেছেন তবুও সে কিছুতেই ধরতে পারছে না অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সন্ন্যাসী থামো! বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নয়শত নিরানব্বইটি হত্যা সে করেছে। আর একটি বাকি। সন্ন্যাসী বললেন,‘ আমিতো থেমেছি অঙ্গুলীমাল! তুমি থামো!’ অবাক হয়ে অঙ্গুলীমাল বলে,‘ সেটা কিভাবে? আপনিইতো হেঁটে চলেছেন। আমিতো থেমেছি’। সন্ন্যাসী বললেন,‘ সকল প্রাণীর প্রতি নৃশংসতা ত্যাগ করো। তুমি হিংস্রভাব পোষন করছ। আমি থেমেছি এবার তুমি থাম। এই ভিক্ষুই স্বয়ং তথাগত। অঙ্গুলীমাল তথাগতের শরন নিলেন।

*(লেখিকা শিলিগুড়ি মহানন্দা পাড়ার বাসিন্দা একজন গৃহবধূ)*

# গৌতম বুদ্ধ স্মরনে

গৌতম বড়ুয়া

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। করোনার এক ভয়ানক দুর্যোগ চলছে এই সময়। এই সময় ভগবান গৌতম বুদ্ধকে আমাদের বারবার স্মরন করতে হবে। মানুষের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা এই সময় আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। ভগবান বুদ্ধ আমাদের অহিংসার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি আরও অনেক শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। করোনার এই সময় তাঁকে  আরও ভালো করে স্মরন করলে আমরা আমাদের মনকে ভালো রাখতে পারবো। সবাই ভালো থাকুন, করোনা সচেতনতা মেনে চলুন।

*(লেখক শিলিগুড়ি দাগাপুরের একটি গ্যারেজের কর্ণধার)*


সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা, সবাই ভালো থাকুন

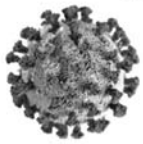

মাস্ক পড়ে, স্যানিটাইজার ও সাবান ব্যবহার করে এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে চলুন।  আমরা করোনাকে প্রতিহত করি ।

রাজা বড়ুয়া

মধ্য চয়নপাড়া (ঘোঘোমালি)
শিলিগুড়ি।

# জাগিয়ে রাখতে হবে বিবেক

রাজা বড়ুয়া

নমস্কার আমি রাজা বড়ুয়া। বাড়ি শিলিগুড়ি ঘোঘোমালির মধ্য চয়নপাড়াতে। আমি একজন স্কুল শিক্ষক। শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজ করি। লায়ন্স ক্লাবেব মৈত্রী শিলিগুড়ির সঙ্গে থেকে কাজ করি। যোগ দিই বিভিন্ন রক্ত দান শিবিরে। করোনার এই সময় বিভিন্ন স্থানে সচেতনতনার প্রচার করছি।

আগামী ২৬ মে বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তী। সেই দিকে তাকিয়ে বলবো, এই বৌদ্ধ পূর্ণিমাতেই গৌতম বুদ্ধের জন্ম, এই পূর্ণিমাতেই তাঁর বোধিসত্ব এবং এই সময়েই তাঁর পরিনির্বান। এবারে আমরা সবাই বৌদ্ধ জন্মজয়ন্তী পালন করবো। তবে করোনার জন্য একসঙ্গে ভিড় করে তা করা যাবে না। প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে গৌতম বুদ্ধকে স্মরন করতে পারি। নতুন বস্ত্র পড়ে গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে আমরা বাড়িতেই মন দিয়ে ভগবান বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি। আজকের দিনে গৌতম বুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে অনেক। করোনা পরিস্থিতিতে আমরা একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমরা একা হয়ে পড়ছি। ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। গৌতম বুদ্ধের দর্শন যদি আমরা ঠিকঠাক অনুসরন করি, তবে আমরা করোনা পরিস্থিতি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারবো। আমরা একসময় জয়ী হবো। গৌতম বুদ্ধকে স্মরন করে এই সময় আমাদের মধ্যে বিবেক, সহানুভূতি জাগিয়ে রাখতে হবে। জাগিয়ে রাখতে হবে আমাদের চেতনা। আর থাকতে হবে সচেতনভাবে। সবাই ভালো থাকুন, এটাই থাকলো প্রার্থনা ।

*(লেখক শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া হাতিয়াডাঙা স্কুলের শিক্ষক)*


*With Best Compliments From :*

Goutam : 98323-20433
Nitta : 98325 - 34672
Babua : 98329 - 18013

**BABA**

**BISWAKARMA AUTO MOBILES**

**Specialist in : Commander Jeep, Marshal, Pik-up, Van, Savari, Diesel & Petrol Engine Overhauling, Dentig, Painting, Accident Jobs Self Dainoma Repairing, Electric Welding etc.**

**NEAR DAGAPUR, DARJEELING ROAD, SILIGURI-734003**

# ব্যাঙ্ক থেকে ঋন নিয়ে পাওয়ার লিফটিংয়ে বিশ্ব জয়ী শিলিগুড়ির তাপস বড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গত বছরের চার থেকে সাত ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যোগ দিয়ে শিলিগুড়ি তথা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার তাপস বড়ুয়া। সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে তিনটি বিভাগে সোনা জিতে এসেছেন তাপস বড়ুয়া। তবে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার আগে অনেক লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার অর্থ না থাকায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋন নিতে হয়েছে তাঁকে। পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তাপস বড়ুয়া। একসময় তিনি অ্যাথলেটিক্সে ছিলেন। সেখান থেকে পাওয়ার লিফটিংয়ে। এই পাওয়ার লিফটিং থেকে অনেকে পুরস্কার পেয়েছেন। এবারে মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পাওয়ার লিফটিংয়ে যোগ দিয়ে ফুল পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চ ফ্রেশ এবং ডেড লিফ গোল্ড তিনটি বিভাগ থেকেই পুরস্কার পেয়েছেন তাপস বড়ুয়া। নেপাল, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া সহ পৃথিবীর বারোটি দেশের প্রতিযোগিদের হারিয়ে ভারতের সুনাম মেলে ধরেন তাপস। এই পাওয়ার লিফটিংয়ে যোগ দেওয়ার আগে বন্ধন ব্যাঙ্ক থেকে এক লক্ষ টাকা ঋন নিতে হয়েছে তাঁকে। তাপসকে সবসময় তাঁর পাওয়ার লিফটিংয়ে উৎসাহিত করেন তাঁর দাদা রাজু বড়ুয়া। রাজু বড়ুয়া বলেন, ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার আগে ভাইকে অনেক নিয়মের মধ্যে চলতে হয়েছে। আমি সবসময় ভাইকে উৎসাহ দিই। ভাইয়ের নেশা পাওয়ার লিফটিং। বিভিন্ন স্থান থেকে সহযোগিতা পেলে আমার ভাই পাওয়ার লিফটিংয়ে আরও সফল হতে পারবে।


*With Best Compliments From :*

CELL : 98320-18098

**SHINE AUTOMOBILES**

**FOUR WHEELER REPAIRING GARAGE**

**EASTERN BY PASS, NEAR DUMPING GROUND, SILIGURI**

# করোনা বিধি মেনে শ্যুটিং দার্জিলিংয়ে

চৈতালী ব্যানার্জী

সকলকে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। করোনার এই সময় বলবো, সবাই মুখে মাস্ক বেঁধে রাখুন। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন। সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করুন এবং স্যানিটাইজ করুন। করোনার এই দুর্যোগ থেকে পৃথিবী মুক্তি পাক এটাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা ।করোনার স্বাস্থ্য বিধি মেনে অনেক স্থানে কাজ হচ্ছে। শুরু হয়েছে আংশিক লকডাউন। একদিকে মানুষকে করোনার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, আরেকদিকে জীবনজীবিকার প্রশ্ন। করোনাকে যেমন আমাদের হারাতে হবে তেমনই আর্থিক সঙ্কটের জন্য মানুষের যাতে সমস্যা না হয় সেটাও দেখতে হবে। আর আর্থিক সঙ্কট ঠেকাতে হলে বিভিন্ন কাজকর্ম করোনা বিধি মেনে চালিয়ে যাওয়া দরকার। করোনার জেরে শিল্প কারখানা সব বন্ধ হতে থাকলে কর্মসংস্থান সব বন্ধ হয়ে যাবে। কর্মসংস্থান না থাকলে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করাও কিন্তু সঙ্কটের হয়ে উঠবে। তাই এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে স্বাগত জানাতেই হয়। অর্থাৎ করোনা ঠেকাতে আংশিক লকডাউন শুরু হয়েছে। আবার ভিড় এড়িয়ে কিছু কিছু কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরাও মুভি ক্রাফট মিডিয়া লাইন প্রডাকশনের তরফে সরকারি নিয়ম মেনে অর্থাৎ করোনার পুরো স্বাস্থ্য বিধি মেনে শ্যুটিংয়ের ব্যবস্থা করলাম দার্জিলিংয়ে। গত ১৯ এপ্রিল থেকে ৪ মে

পর্যন্ত টানা বাংলা সিনেমা মাস্টার অংশুমানের শ্যুটিং হল দার্জিলিং ও পাশ্ববর্তী এলাকায়। সবচেয়ে বড় খবর হলো, মুম্বাই নিবাসী প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদী আট বছর পর আবার বাংলা সিনেমায় ফিরে এলেন এই শ্যুটিংয়ের মাধ্যমে। তার সঙ্গে এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন রজতাভ দত্ত, সুপ্রিয় দত্ত, রবি খেমু প্রমুখ। আমার স্বামী বাবলু ব্যানার্জী শ্যুটিংয়ের সব পরিচালনা করেন। পুরো করোনা বিধি মেনে শ্যুটিং হয়েছে। কোনও ভিড় করা হয়নি। বজায় ছিল শারীরিক দূরত্ব। আর প্রত্যেকের করোনা রিপোর্ট মেনেই শ্যুটিং হয়েছে। ফিল্ম ট্যুরিজমের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে পর্যটনের বিকাশ হচ্ছে। বহু বেকারের কর্মসংস্থান হচ্ছে। একটা শ্যুটিং হলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেকের দুটা পয়সা রোজগার হয়। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আরও শ্যুটিং হবে। সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। করোনার গ্রাস থেকে সবাই মুক্তি পাক এটাই থাকলো প্রার্থনা।

*(লেখিকা শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনীর মুভি ক্রাফট মিডিয়া লাইন প্রডাকশনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর স্বামী বাবলু ব্যানার্জী মুভি ক্রাফট মিডিয়া লাইন প্রডাকশনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে ফিল্ম ট্যুরিজম বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন অনেকদিন ধরে)*


**With Best Compliments From :**

**Siddarth Barua**
Director

CELL : 8250469684
8967902627
E-mail : sdbarua16@yahoo.com

# JAYA ENTERPRISE

EXPORT & IMPORTER

H/595/1/584, LALA LAJPAT RAI ROAD, SILIGURI, DARJEELING, W.B.-734001, INDIA

# বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

অনিন্দিতা বড়ুয়া

বুদ্ধ শব্দের অর্থ হল যিনি মন ও বুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে পরম সত্যকে প্রাপ্ত করেছেন। যেসব মানুষেরা এই আধ্যাত্মিক পথের পথিক তারা গৌতম বুদ্ধ নাম শোনেননি এটা হওয়া প্রায় অসম্ভব।

গৌতম বুদ্ধের জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে যে কটি মেলে ধরা মনে হলো গুরুত্বপূর্ণ তা মেলে ধরলাম।

**এক) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি-- আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম অর্থাৎ আম জ্ঞান এর শরণ নিয়েছি--**

**দুই) ধম্মং শরণং গচ্ছামি-- আমি ধর্মের শরণ নিলাম অর্থাৎ আমি ইতিবাচক যা উপদেশের শরণ নিয়েছি--**

**তিন)সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি-- আমি সঙ্ঘের শরণ নিলাম। অর্থাৎ আমি সংঘবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ এর শরণ নিয়েছি।**

**এই আদর্শ মেনে আমি চলি। ভগবান বুদ্ধের আরও অনেক উপদেশের মধ্যে কিছু উপদেশ আমি মেনে চলার চেষ্টা করি যেমন--**

**এক) যেখানে সমস্ত প্রত্যাশা শেষ সেখানেই জীবনে শান্তির শুরু,**

**দুই)যখন জীবনে কিছু শেষ হয় তক্ষুনি নতুন কিছু উদ্ভাবন হয়,**

**তিন) তুমি যদি অন্যের জীবনে আশার প্রদীপ জ্বালাও তবে সেই আলোই তোমার চলার পথকে দৃপ্ত করবে,**

**চার) কাউকে সত্য বলে কষ্ট দাও কিন্তু মিথ্যা সান্তনা দিও না,**

**পাঁচ) আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে সাহায্য করা, আর তার পরিবর্তে কোনো কিছু আশা করা যাবে না,**

**ছয়) মানুষের কোনও পরিস্থিতিই ভাগ্যের জোরে পরিবর্তন হয় না, একমাত্র পরিবর্তন সম্ভব আমাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে,**

**সাত)জীবনে যে তোমাকে বিশ্বাস করে তাকে মিথ্যা বলো না, যে মিথ্যা বলে তাকে বিশ্বাস করো না,**

**আট)জীবনে সবকিছুর নির্দিষ্ট সময় আছে তাই ধৈর্য্য ধর ও কৃতজ্ঞ হও জীবনের প্রতি,**

**নয়) নিজের মনকে যে কোনও পরিস্থিতিতে শান্ত রাখতে শেখো,**

**দশ)জীবনে যদি আমরা ভালো কিছু চিন্তা করি তবে আমাদের সাথে ভালোই হবে, তেমনই খারাপ ভাবলে খারাপই হবে,**

**এগার) সকল পরিস্থিতিতে আমরা ক্ষমতাবান না হয়েও সাহসী হয়ে নিজের কর্ম সম্পন্ন করতে পারি,**

**বারো) অন্যের আচরন যেন কোনদিন ভিতরের শান্তিকে নষ্ট না করে,**

**তেরো) ভালো কর্মের জন্য বিশেষ কিছু সময় আমাদের শান্ত ও হাসি মুখে পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া শেখা প্রয়োজন।**

আর এই মুহূর্তে আমরা সবাই অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি। তাই সংক্রমন প্রতিরোধে সব ধরনের সতর্কতাবিধি আমাদের মেনে চলতে হবে। মাস্ক অনিবার্য, নিয়মিত হাত পরিস্কার রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। কর্মক্ষম থাকতে শারীরিক পুষ্টি গঠনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সবাই ভালো থাকবেন, পৃথিবী দ্রুত সেরে উঠুক।

*(লেখিকা অনিন্দিতা বড়ুয়া, পিতা- আনন্দ বড়ুয়া, নর্থ ভারত নগর, শিলিগুড়ি)*

# সবাই ভালো থাকুন

সজল কান্তি বড়ুয়া

নমস্কার সকলকে। করোনার এই দুর্যোগের সময় সকলে ভালো থাকুন এটাই থাকলো প্রার্থনা। গৌতম বুদ্ধের জন্মজয়ন্তীতে সকলের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা। পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক, এক বিরাট দর্শন দিয়ে গিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ আমাদের সকলের ভালো থাকার জন্য অনেক রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছেন। আজ এই করোনার দুর্যোগের সময় তাঁর দর্শন বেশি বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এবারে করোনার দুর্যোগ থাকাতে সেভাবে বুদ্ধ জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হবে না। তবে আমরা যে যার গৃহে গৌতম বুদ্ধকে পুজো বা শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। সবাই মাস্ক পড়ে থাকবেন, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন, আর সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করবেন। ভিড় এড়িয়ে চলুন। সবাই ভালো থাকুন

(লেখকের বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলার ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জে)